রোমাঞ্চোপন্যাস

জিঘাংসা

নাফে মোহাম্মদ এনাম

রোমাঞ্চোপন্যাস

জিঘাংসা

না ফে মো হা ম্ম দ এ না ম

এনাম'স-প্রকাশন

www.pathagar.com

রোমাঞ্চোপন্যাস

জিঘাংসা

নাফে মোহাম্মদ এনাম

© *শামীমানাম*

প্রকাশকাল
একুশে বইমেলা ২০০৬ইং

প্রকাশক
মোহাম্মদ এনামুল হক এনাম
এনাম'স প্রকাশণ
১ মসফোর্ড স্ট্রীট বো
লন্ডন ইংল্যান্ড।
ই-মেইল : anamsprokasan@yahoo.com

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
লেখক

বর্ণবিন্যাস
এম. আর চৌধুরী
এস পি কম্পিউটার সিলেট।

মূদ্রণ
ক্লাসিক প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং সিলেট।

পরিবেশক
বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা।

মূল্য : ৩৫ টাকা।

Ghigangsha (the malice) by NAFEE MUHAMMAD ANAM published by ANAM'S PROKASAN
price : tk 35 only us 5$ uk 4£

www.pathagar.com

She is best she is queen

She is one, mindblowing!

SHA.

that is just 4 your.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আমার প্রথম বইটা ছিলো রোমাঞ্চ গল্প সংকলন-'অলৌকিক প্রহর।' ছয়টি গল্প ছিলো বইটিতে। সবগুলোই যে রোমাঞ্চ গল্প ছিল, তা না। আধিভৌতিক কিংবা রহস্য, এমন কয়েকটা গল্পও ছিল ওতে।

আমি রহস্য গল্প লিখতেই পছন্দ করি। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ বেশ জটিল। কিন্তু এরমধ্যেই যে হঠাৎ 'জিঘাংসা'র মতন কোন কাহিনী লিখে ফেলব তা জানা ছিলো না। এটাকে উপন্যাস না বলে উপন্যাসিকা বলাই বোধহয় ঠিক হবে। প্রশ্ন উঠতে পারে এত ছোট ছোট বই লিখি কেন ? আসলে আমি অল্প কিছুর মধ্যেই আগে পাঠককে যাচাই করতে চাই। প্রথমে কিছু পাঠক তৈরি হোক আমার, তারপর না হয় হাজার পৃষ্ঠার কিছু লেখা যাবে। আমি চাই না আমার লেখা পড়ে কোন পাঠক আলসেমীতে ভুগুগ। আমি চাই- বড় হোক ছোট হোক সবাই আমার লেখা একঘন্টার মধ্যেই শেষ করুক।

আমার সবকিছুই একঘন্টার জন্য, আমি সকল পাঠকের মাঝে একঘন্টার সঙ্গী হতে চাই। আমার অপার্থিব জগতে সবাইকে তাই হাতছানি দিয়ে ডাকছি, মাত্র একঘন্টার জন্য...

(নাফে মোহাম্মদ এনাম)
১লা ফেব্রুয়ারী ২০০৬ইং

www.pathagar.com

একদল লোক হন্য হয়ে জহিরকে খুঁজছে। শুধু খুঁজলেই ভাল হত, কিন্তু লোকগুলো জহিরকে দেখা মাত্রই স্রেফ খুন করে ফেলবে। এ ব্যাপারে একশো ভাগ না হলেও ষোল আনা নিশ্চিত জহির! কারণ, সে সম্পূর্ণ বিনা অনুমতিতে রশিদ শিকদারের প্রাইভেট এরিয়ায় ঢুকে পড়েছে। আর শহরের একটা পিঁপড়েরও অজানা নেই যে রশিদ শিকদারের এলাকায় সন্দেহজনকভাবে অনুপ্রবেশের পরিণাম হচ্ছে মৃত্যু।কিন্তু এতে জহিরের কি দোষ বলুন, সে তো জানতোই না যে তার প্রেয়সী রশিদ শিকদারের এলাকার বাসিন্দা। জানলে প্রেম করার শখ আজন্মেও ওর হত না! আসলে ইদানীং জহির প্রেমিকা খুঁজছিল। কিন্তু উপযুক্ত কাউকে না পাওয়ায় পরামর্শ চেয়েছিল একবন্ধুর কাছে। তার ঔই বন্ধুটি তাকে সন্ধান দিয়েছিল-'সিলেট এনজয় ক্লাবের'। এই ক্লাবে নাকি প্রতিদিন সন্ধ্যা পরে মেয়েরা এসে আড্ডা জমায়। সবাই অভিজাত বংশের মেয়ে। আর অভিজাত বংশের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার ইচ্ছা জহিরের বহু দিনের। তাই আজ সন্ধ্যা পরে সে ছুটে এসেছিল ক্লাবে। ক্লাবে ঢুকেই একটা মেয়েকে পছন্দ করে ফেলে ও। আর মেয়েটি কোথায় থাকে জানার জন্যেই মেয়েটার গাড়ির পেছনের ভ্যানে লুকিয়ে ছিল জহির। ঘুণাক্ষরেও জানত না মেয়েটার বাসা কোথায়। যদি জানত, তাহলে ঔই মেয়েটার সাথে প্রেম করার খায়েশ আজন্মেও হত না। কিন্তু এখন এসব ভেবে লাভ নেই। যা হবার তা হয়েই গেছে। অবশ্য এতসব নাও হতে পারত যদি জহির ভ্যান থেকে বের হয়ে বোকার মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি না করত। ওর ঔই অস্বাভাবিক আচরণই লোকগুলোর মনে অকারণ সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছে। সিটি মেয়রের এলাকা বলেই এত সতর্কতা এখানে এবং এটাও আইন করে দেয়া হয়েছে যে, অস্বাভাবিক কাউকে এই এলাকায় দেখা গেলে স্রেফ গুলি করে দেয়ার জন্য। অবশ্য যারা অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে তাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। তবুও তাদেরকেও চোখে চোখে রাখা হয়। খুবই কড়া সিস্টেম। এ আইন পাশ করিয়েছেন মেয়র নিজেই।

কিন্তু বেচারা জহির!

তাকে কেউ এলাকায় ঢুকতেই দেখেনি। এবং হঠাৎ ওর আবির্ভাব গার্ডদেরকে চমকে দিয়েছিলো। ওরা তো ধরেই নিয়েছে জহির হয়ত কোন গুপ্তচর।

সে যাইহোক, এই মূহূর্তে জহির এলাকার একমাত্র লেকটার পানিতে সম্পূর্ণ ডুবে আছে। শুধুমাত্র ওর মুখমন্ডলের অংশটা শুকনো। অনেকগুলো শাপলা ফুলের ঝোপ ওকে কাভার দিচ্ছে। একচুলও নড়াচড়া করছে না জহির। ভয়ে কারণ, লেকের পাড়ে একজন গার্ড সতর্কভাবে চারিদিকে নজর বুলাচ্ছে। লোকটার হাতে লোড করা পিস্তল। অনুপ্রবেশকারীর সাড়া পেলেই স্রেফ ট্রিগার টেনে দেবে। অথচ জহির বেচারার অবস্থা কেরোসিন! বুকের ভেতর ধড়ফড়ানির আওয়াজ স্পষ্ট অনুভব করছে ও। জানা আছে জহিরের, এখানে এভাবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারবে না সে। যে কোন মুহূর্তে লোকগুলো তাকে আবিস্কার করে ফেলতে পারে। এমনিতেই গলা অবদি ডুবে থাকা শরীরের প্রতিটি অংশ জমতে শুরু করেছে।

স্থান পরিবর্তন আবশ্যক।

www.pathagar.com

কিন্তু ঔই ব্যাটা গার্ডের জন্য তা সম্ভব হয়ে উঠেছে না। অনেকদিন পর এই প্রথম সৃষ্টিকর্তাকে মনে পড়ল জহিরের, মনে মনে ওয়াদা করল ও, এ যাত্রা বেঁচে গেলে আর কোনদিন কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকাবে না। দাড়ি রেখে, পাঞ্জাবি পায়জামা পরে সম্পূর্ণ কামেল লোক বনে যাবে ও।

সৃষ্টিকর্তা যেন তার আবদার শুনতে পেলেন।

দয়া করলেন তিনি।

ধীরে ধীরে লেকের পাড় থেকে সরে গেল গার্ড লোকটা। আর জহিরও আস্তে আস্তে নিঃশব্দে পানি থেকে দেহটা বের করে নিয়ে আসলো। লাইট পোস্টের আবছা আলোয় লক্ষ্য করল গার্ড লোকটা কারো ডাকে সাড়া দিতে ছুটে যাচ্ছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জহির।

তবে অসতর্ক হলো না। আবার যে কোন মূহূর্তে লোকগুলো এদিকে চলে আসতে পারে।

আকাশে আজ চাঁদ ওঠেনি, বিধায় চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। লেকের এককোনে লাইট জ্বলে থাকলেও জহিরকে অন্ধকারে রেখেই জ্বলছে।

জহির বুঝতে পারছে, এই অন্ধকারে দূর থেকে কেউ তাকে দেখতে পারবে না। এবং এটাই সুযোগ, যেভাবেই হোক-এই এলাকা ছেড়ে পালাতে হবে। কিন্তু পালাবে কি করে? গেটে নিশ্চয়ই কড়া পাহারা বসানো হয়ে গেছে? আর এরিয়া ওয়ালেও নিশ্চয়ই এতক্ষনে হাজার ভোল্টের ইলেকট্রনিক চার্জ চালু করে দেয়া হয়েছে?

তাহলে উপায়...হঠাৎই বিদ্যুৎ চমকের মত মাথায় বুদ্ধিটা এল জহিরের। যদিও ঝুঁকির পরিমান বেশি, কিন্তু এছাড়া আর কোন বুদ্ধিও মাথায় আসছে না। তাছাড়া সময়ও বেশি নেই। ধরা পরে যেতে পারে যেকোন এই মূহূর্তেই।

ধীরে ধীরে উল্টোদিকের রাস্তা ধরে এগুলো জহির।

সন্দেহজনকভাবে নয়।

সহজ এবং স্বাভাবিক আট-দশজন মানুষের মতই হাঁটছে ও।

হঠাৎই থমকে দাঁড়াল জহির।

ভাবলো-ওর এই বেড়ালভেঁজা অবস্থা দেখে যদি অতন্দ্র প্রহরী সন্দেহ করে বসে? নাহ! এভাবে হবে না। ভেবেছিল নিজ থেকেই লোকগুলোর হাতে ধরা দেবে এবং পরে সময়-সুযোগ মত ওদের পরিস্তিতি ব্যাখ্যা করে ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু এতে হিতে বিপরীত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অতএব, এ ধান্ধা বাদ দিয়ে অন্য ফিকির খুঁজল জহির। এবং পেয়েও গেল।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ফটকের দিকে এগুলো জহির। পরিকল্পনা মাফিক কাজ হলেই আল্লার দয়ায় এবারের মতন উদ্ধার পেয়ে যাবে ও...।

কলেজ ক্যাম্পাসে দলবেধে একসঙ্গে ওরা সবাই মিলে আড্ডা দিচ্ছে। আড্ডাটা জমে উঠেছে জহিরকে ঘিরেই। জহির তার বন্ধুদেরকে গতরাতের রোমাঞ্চকর ঘটনাটা ব্যাখ্যা করছে। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে ওর অভিজ্ঞতাটি শুনছে।

ঘটনাটা বলার একফাঁকে জহির একটু থামতেই বন্ধুদের মাঝ থেকে 'লিপি' নামের একজন প্রবল আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এরপর কি হলো জহির? ওখান থেকে পালালে কিভাবে?'

'আরে পালাতে আর পারলাম কই!' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করে বলল জহির। 'ভেবেছিলাম গেটে কোন রকম পৌঁছে সবাইকে চমকে দিয়ে একছুটে বাইরে

www.pathagar.com

বেরিয়ে পড়ব। পেরেও ছিলাম। কিন্তু ব্যাটারা যে নিজেদেরকে এত দ্রুত প্রস্তুত করে নেবে তা কে জানত! গেট ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি ঠিক তখুনি পেছন থেকে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের একটি নিঃশব্দ গুলি আমার খুলি উড়িয়ে দিল! এরপর ওরা আমার লাশ নিয়ে কি করত জনার বড় ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঔই ব্যাটা পিকু আমার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিল! ইস ...।'

'যাক! অনেকদিন পর একটা জমজমাট স্বপ্নই দেখেছিস বলা যায়।' আড্ডায় শরীক হওয়া 'আরিফ' নামের ছেলেটি বেশ উৎফুল্ল কণ্ঠেই জহিরের প্রশংসা করল।

'সত্যিই চমৎকার!' জহিরের পিঠ চাপড়ে জানাল জামিলা।

'কালি চমৎকার কি কও? এক্কেরে ফাটাফাটি! আরে হালা, আইজগিয়া আরেকটা ঘুম দিবি। কাইলকা কইলাম ডাবল এ্যাকশান ড্রীম স্টোরী হূনান লাগব!' পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা হাসনাত বলল।

সবার উচ্চ প্রশংসায় কিছুটা লজ্জা আর কিছুটা ইতস্ততায় ভুগল জহির। ওদিকে বন্ধুদের প্রশংসার বুলি একের পর এক ছুটছে। যেন জহির এইমাত্র বিশ্বজয় করে ওদের হাত তুলে দিয়েছে। আর সেইজন্য সবাই তাকে বাহবা দিচ্ছে।

জহিরের এহেন পরিস্তিতিকে স্বাভাবিক করার লক্ষ্যেই যেন হঠাৎ আবির্ভাব ঘটল নিপার। কলেজে ঢুকেই বন্ধুদেরকে ক্যাম্পাসে আড্ডা মারতে দেখে চলে এসেছে ও।

'কি ব্যাপার, সবাই বেশ এনজয় করছো বলে মনে হচ্ছে?' ক্যাম্পাসের ঘাসে মোড়া চমৎকার প্রাঙ্গনে বসতে বসতে বলল নিপা। ওকে কেমন জানি মনমরা দেখাচ্ছে।

'আরে নিপা, তোর বাবার লোকেরা তো কাল রাতে জহিরকে খুন করে ফেলেছিল!' নিপাকে যথেষ্ট চমকে দিয়েই বলল জামিলা। ঝট করে জহিরকে একপলক দেখে জামিলার দিকে ফিরে ভুরু কুঁচকালো নিপা, 'মানে, কি বলতে চাইছিস?'

'আরে বুঝলে না? জহির কালরাতে স্বপ্নে দেখেছে..' পুরো ঘটনাটা ব্যাখ্যা করে নিপাকে শোনাল আরিফ।

'অ, তাই বল ? আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম।' বিষন্নতার মধ্যেও ম্লান হেসে বলল নিপা।

কিন্তু এবার আর জহিরকে নিয়ে কথাবার্তা তেমন একটা এগোল না। জামিলা নিপার বিষন্নতা লক্ষ্য করে ওকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে তোর নিপা? আজ কেমন জানি উদাস মনে হচ্ছে তোকে?'

নিপা কিছু বলার আগেই হাসনাত সদ্য মুখে পুরা পান চিবুতে চিবুতে বলল, 'আরে উদাস মনে অইব না কেলা? আমার তো মনে অয় আমাগোরে জহির হালার লগে দেইখা নিপা ম্যাডামের মন আনচান করতাছে!'

'বাজে বকো না তো হাসনাত! তুমি বেশি প্যাচাল পার!' ওকে ধমক দিয়ে বলল জামিলা। আড়চোখে জহিরকে দেখল। মুখখানা লজ্জায় লাল হয়ে গেছে বেচারীর! এবার নিপার দিকে তাকিয়ে বলল, 'নে বল, কি হয়েছে তোর? কোন সমস্যা?'

'বিরাট সমস্যা। কিন্তু সরি মিলা,' জামিলাকে মিলা নামেই সম্বোধন করে নিপা। 'তোদেরকে এখন কিছুই বলা যাবে না। আর...ইয়ে, জহিরের সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই...' ইতস্তত করলেও কথাটা শেষ করতে পারল না নিপা। মেকি বিরক্তি প্রকাশ করতে করতে উঠে দাঁড়াল হাসনাত বলল, 'আমি প্যাচাল পারি না? এইবার অইল তো! লও, এইবার হগলে এইহান থেইকা কাইটা পড়ি। লাইলী-

www.pathagar.com

মজনুর মিটিং বইব!' কথাটা শেষ না করতেই নিজের অজান্তেই সরাসরি পিচিক করে পানের পিক আরিফের গায়ে ফেলে দিল হাসনাত।আয়েশ করে বসে ছিল আরিফ। হঠাৎ তরল পদার্থের স্পর্শ পেতেই গর্জে উঠল ও। কটমট করে তাকাল হাসনাতের দিকে। ওর রনমূর্তি দেখে হাসনাত তোতলাতে শুরু করল, 'ইয়ে ... দোস্ত, তোমারে তো দেখি নাইক্কা...' কিন্তু তাকে কথা বলার সুযোগ দিল না আরিফ। উঠে দাঁড়াতে শুরু করল ও। তাকে মারমুখো হতে দেখে বেচারা হাসনাত সশব্দে ঢোক গিলল। তারপর আর সময় নষ্ট না করে ঘুরেই দিল এক ছুট! পেছনে তেড়ে গেল আরিফ। বোঝাই যাচ্ছে, হাসনাতের পান খাওয়ার বারোটা না বাজিয়ে ছাড়বে না আজ। ওদের কান্ডকারখানা দেখে ফিক করে হেসে ফেলল জামিলা, প্রাণহীন হলেও স্মিত হাসল নিলা।

'যত্তোসব উজবুকের দল আরকি...' হাসতে হাসতে বলল জামিলা। তারপর সেও উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'ঠিক আছে নিপা, তোরা কথা বল-আমি যাচ্ছি।' লিপিও উঠে দাঁড়াল।

মাথা নেড়ে সায় জানাল নিপা। জামিলা ও লিপি যেতেই সরাসরি জহিরের দিকে তাকালো ও। জহির চুপচাপ বসে ছিল। এবার সুযোগ পেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে নিপাকে বলল, 'কি ব্যাপার নিপা? কোন...'

'বিপদ ঘটে গেছে জহির!' কাঁপা কণ্ঠে বলল নিপা।

'মানে? কি হয়েছে নিপা?' কিছুটা বিরক্ত ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করল জহির।

'বাবা আমার বিয়ে ঠিক করেছেন জহির!' জানাল নিপা। ওর নিষ্পলক চোখ জোড়া সরাসরি জহিরের ওপর স্থির হয়ে আছে।

হো হো করে হেসে উঠল জহির। ভীষণ অবাক হল নিপা। এরকম একটা কথা শুনে জহির যে হাসবে কল্পনাও করেনি ও । ফ্যালফ্যাল করে জহিরের দিকে তাকিয়ে অবাক কণ্ঠে জানতে চাইল, 'তুমি এমনভাবে হাসছো যে!'

'তোমার কথা শুনে! মনে হচ্ছে কোন নতুন মতলবের উদয় হয়েছে তোমার মনে?' হাসতে হাসতে বলল জহির।

'বিশ্বাস কর তুমি, আমি ঠাট্টা করছি না। সিরিয়াস জহির!'

'বাজে বক না তো, যা বলার ঝটপট বলে ফেল, কেটে পড়ি!' নিপাকে মোটেও পাত্তা দিল না জহির। নিপার কান্ডকারখানা সম্পর্কে জানে না এমন একজনকেও ওদের ফ্রেন্ড সার্কেলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রতিনিয়তই নিপায় মগজে নিত্যনতুন ষড়যন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। এবং এ নিয়ে যে সে কতবার সবাইকে বোকা বানিয়েছে তার ইয়াত্তা নেই। সুতরাং নিপার এহেন উদ্ভট কথাবার্তাকে আমল দেয়া মানে নির্ঘাত বোকার স্বর্গে পা দেয়া। নিশ্চয়ই এবারও নতুন ফন্দি এঁটেছে নিপা? আর শিকার হিসেবে জহিরকে টার্গেট করেছে? কিন্তু ওর কথাবার্তার ধরণ দেখে কিছুটা সন্দেহ করছে জহির। সত্যিই নয়তো ...

'দেখ জহির, অন্যদের সঙ্গে মশকরা করি সত্যি-কিন্তু তোমার সঙ্গেও ওরকম করব ভাবলে কি করে? তোমার সাথে কি আমার ... আমার শুধুই বন্ধুত্বের সম্পর্ক নাকি?' জহিরকে বোঝানোর চেষ্টা করল নিপা।

'সত্যিই তো!' ভাবল জহির। 'আমাদের সম্পর্ক তো শুধু বন্ধুত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, আমাদের দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কও আছে বটে!'

অতএব, একজন প্রেমিকা হয়ে কি নিপা কখনও প্রেমিকের সাথে ঠাট্টা-মশকরা করতে পারে? নিশ্চয়ই নয়। অবশ্য ও যদি তা করেও থাকে তাহলে তা বোঝারও উপায় নেই। আর সেটা হলে নিপাকে পাক্কা অভিনেত্রী ভাবা মোটেও অবান্তর নয়।

www.pathagar.com

'আচ্ছা নিপা, তুমি যে সত্যি বলছো-সেটার প্রমান কি?' কিছুটা ইতস্ততার সঙ্গে বলল জহির।

'হোয়াট হ্যাপেন্ড জহির! তুমি...তুমি আমাকে অবিশ্বাস করছো!' সাপ যেমন আচমকা স্যাঁৎ করে ফনা তুলে ঠিক তেমনিই যেন ফনা তুলল নিপা।

'ইয়ে...মানে, দেখ নিপা-আমি কিন্তু সেভাবে বিষয়টা মীন করছি না...' নিপার চোখ টলমল করছে দেখে থমকে গেল জহির। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল কেউ ওদেরকে লক্ষ্য করছে কিনা। হতবাক হয়ে গেছে জহির। নিপা এতটা আবেগ খোলাবে ভাবতেও পারছে না। মনে হচ্ছে এক্ষুনি কেঁদে ফেলবে ও। নিপার দিকে কিছুটা ঝুঁকে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'প্লীজ, ডোন্ট মাইন্ড নিপা। আশেপাশে লোকজন আছে ...উঠে পড়, আমরা কলেজের বাইরে যাব। যা বলার গাড়িতে বলবে, প্লীজ...' জহিরের কথা শুনে বাধ্য মেয়ের মত উঠে দাঁড়াল নিপা। জহিরকে অনুসরণ করতে লাগল।

'এবার ব্যাপারটা খোলাসা করে বল আমাকে।' মৃদু উৎকণ্ঠা নিয়ে জানতে চাইল জহির। গাড়ি নিয়ে শহরের হৈহট্টগোল ছেড়ে দূরে লং ড্রাইভের হাইওয়েতে চলে এসেছে সে। ঘন্টায় মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার বেগে গাড়ি চালাচ্ছে। স্বাভাবিক গতি, এরকম রাস্তায় বেশ আরামদায়কও বটে।

অল্প অল্প ফোঁপাচ্ছে নিপা। জহিরের পাশের সীটে বসে আছে। মুখ নিচু করে হাতের নখ খোটাচ্ছে। ওর এরকম আচরণে মোটেও অভিনয়ের ছাপ খুঁজে পায়নি জহির। সুতরাং ব্যাপারটা সত্যিই সিরিয়াস।

'ছেলে আমার চাচাতো ভাই। আমেরিকায় থেকে পড়াশোনা করে। নাম আবিদ হাসান।' শুরু করল নিপা,হাতের নখ দিয়ে অন্যমনস্কভাবে নিজের সিটের গদি খোটাচ্ছে। তারপর জহিরকে ও যা শোনাল সেটার সার সংক্ষেপ এরকমঃ

মেয়র রশিদ শিকদারের বড়ভাই আরিফ শিকদারের একমাত্র সন্তান আবিদ হাসান। বিগত পাঁচ বছর ধরে আমেরিকায় থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে সে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে দেশে ফিরছে। দেশে ফেরা মাত্রাই নিপার সঙ্গে তার এনগেজমেন্ট সেরে ফেলা হবে। দুই পরিবারই ইতিমধ্যেই আলাপ সেরে রেখেছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে নিপা আবিদকে পছন্দ করে না, যদিও ছেলে হিসেবে আবিদ খারাপ না। অথচ নিপা পছন্দ করে জহিরকে। শুধু পছন্দই নয়, ভীষণ ভালও বাসে। সমস্যা হচ্ছে নিপা ওর বাবাকে কি করে নিজের এসমস্ত প্রেমের কথা বলবে? প্রচন্ড কষ্ঠ পাবেন তিনি। আর বাবাকে কিছুতেই সামান্যতম ব্যাথা দিতে পারবে না নিপা। সবচে' বড় কথা বিয়ের ব্যাপারে নিপা তার বাবাকে কিছু না বলায় তিনি ধরে নিয়েছেন মেয়ে লজ্জা পেয়ে মত থাকা স্বত্ত্বেও কিছু বলছে না। আর তাই ...

'এখন আমাকে কি করতে বল তুমি?' হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে বলল জহির। কিছুটা রেগে গেছে ও।

'কি আবার করবে? সোজা বাবার কাছে গিয়ে আমাদের সম্পর্কের কথা খুলে বলবে এবং বিয়ের প্রস্তাব দেবে, ব্যস!' ভেজা চোখে জহিরের দিকে তাকিয়ে জানাল নিপা।

'হ্যাঁ, অবস্থা দেখে তো এটাই করতে হবে বলে মনে হচ্ছে!' গজগজ করতে করতে বলল জহির। 'কিন্তু উনি যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বলেন যে তোমার বিয়ে ঔই আবিদের সাথেই হবে, তাহলে?'

www.pathagar.com

'আমি কিছু জানি না, শুধু জানি তোমাকে না পেলে আমি স্রেফ আতহত্যা করব!'

'তাহলে চল পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলি?'

'বোকার মত কথা বলছো কেন জহির! এত সহজে বাবার মনে কষ্ট দিতে রাজি নই আমি। তারচে আমি যা বলেছি তাই কর। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া যাবে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল জহিরের। কিছুটা চিন্তিত কণ্ঠে বলল, 'হুম! বিষয়টা সাধারণ হলেও জটিল। ঠিক আছে, তাহলে এখুনি চল-তোমার বাসায় গিয়ে সরাসরি যা বলার আমিই বলব আঙ্কেলকে। তারপর যা হয় হোক!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নাক ঝারলো নিপা, ওর ফোঁপানি কমেছে। গাড়ি ঘোরাল জহির এবং ফিরতী পথ ধরল। গন্তব্য সোজা নিপাদের বাসা।

হাঃ হাঃ, হিঃ হিঃ হোঃ হোঃ!! পৃথিবীতে যত প্রকার হাসি আছে সব ধরণের হাসির জোয়ারে যেন ভেসে যাচ্ছে গোটা ক্যাম্পাস। পিঠ চাপড়া-চাপড়ি থেকে শুরু করে মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়া পর্যন্ত সবই হচ্ছে এখানে। লিপি, হাসনাত, জামিলা, আরিফ এবং নিপা -এই পাঁচ জনের এক বৃত্তাকার আসর জমেছে এক কোনায়।

'সত্যিই নিপা, তুই একটা জিনিয়াস!' নিপার হাটু চাপড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল জামিলা। 'জহিরকে বোকা বানিয়ে তুই তো রেকর্ড অর্জন করে ফেললি!'

'শুধু কি তাই, কৌশলে জহিরকে বোকা বানিয়ে নিজেদের বিয়ের ব্যাপারটাও পাকাপাকি করে ফেলেছো ও!' বলল লিপি।

'যা বলেছো তুমি লিপি! যাকে বলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা।' হাসতে হাসতে বলল আরিফ।

সবাই মিলে নিপার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিপা কিছুই বলছে না, শুধু বন্ধুদের বাহবা কুঁড়ুচ্ছে আর হাসছে।

গতকাল জহির ওকে নিয়ে সোজা ওদের বাসায় যায়। মুখোমুখি হয় ওর বাবা রশিদ শিকদার সাহেবের। নিপা ভেতরে চলে যেতেই কৌশলে ওর বিয়ের ব্যাপারটা নিয়ে আমতা আমতা করে সত্যমিথ্যা যাচাই করার চেষ্টা করে জহির। ওকে এমনিতেই চেনেন রশিদ শিকদার। এবং তিনি অনেক আগে থেকেই নিপার সাথে ওর সম্পর্কের কথা জানেন। এবং তিনি এটাও জানেন যে জহিরকে নিপা বোকা বানিয়েছে। যদিও উদ্দেশ্যটা তিনি ঠিক বুঝতে পারলেন না। তবে মেয়ের চালাকিটা ঠের পেয়ে হেসে ফেলেছিলেন হো হো করে। এবং তখুনি বিষয়টা ঠের পেয়ে ভীষন বিব্রতকর পরিস্তিতিতে পড়ে যায় জহির। নিপার কূটচাল বুঝতে ওর আর বাকি নেই। তার পরের ঘটনা বলার মত না, বেচারা জহির লজ্জায় পড়ে যাবে! কেননা, অভিভাবক ছাড়া সরাসরি কন্যার অভিভাবকের সাথে বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে গেলে সব পাত্রের যা হওয়ার বাকী তাই হয়েছে জহিরের ক্ষেত্রেও। যদিও বিষয়টার সরল সমাধান করেছে শিকদার সাহেব নিজেই। নিজের মেয়েকে জহিরের মত সহজ, সরল, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলের হাতে তুলে দিতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। জহিরের বাবা নেই, ওর বাবা একজন সুনামখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বর্তমানে ওর মা সায়মা খাতুন স্বামীর বৈঠা ধরেছেন। এই দুনিয়ায় মা ছাড়া জহিরের আর কেউ নেই।

www.pathagar.com

রশিদ শিকদার জহিরকে কথা দিয়েছেন তিনি ওদের ব্যাপারটা সলভ করবেন। ওর মা যেন বিষয়টা নিয়ে উনার সাথে কথা বলার ব্যবস্থা করেন। জহিরকে বিদায় দেয়ার আগে তিনি ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, 'দেখ বাবা, নিপার পছন্দই আমার পছন্দ। তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই হবে।' উনার কথা শোনার সময় জহির একটা ঘোরের মধ্যে ছিল। এপর্যন্ত ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা বাস্তবেই ঘটছিলো কিনা সে বুঝতে পারছিল না। নিপার ওপর রেগে গেলেও ওর বুদ্ধির তারিফ অন্তত না করে পারল না ও। এবং এজন্য মূহূর্তের মধ্যেই বোকা বনার কলঙ্কটা ওর মন থেকে মুছে গেল...

যাইহোক, সবাই নিপার প্রশংসার পঞ্চমুখ। মাঝেমধ্যে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে হাসতে হাসতে। রঙ তামাশায় মেতে উঠেছে সবাই। এদিকে নিপা ওদের আসরে মদদ দিলেও আসলে মনে মনে ও জহিরের অপেক্ষা করছে। সবার সামনে মুখটা হাসি হাসি রাখলেও ভীষণ উদ্বিগ্নতায় ভুগছে ও, আর বার বার কলেজের গেটের দিকে তাকাচ্ছে কখন জহিরের গাড়ি ঢুকবে এই ভেবে। গতকাল বাবার সাথে জহিরের কি আলাপ হয়েছে তার কিছুই জানে না নিপা। শিকদার সাহেবও ওকে তেমন কিছু বলেননি। বেশ অপরাগতায় ভুগছে তাই ও। রাতে জহিরের বাসায় ফোন করেছিল নিপা, এনগেজড। পরে মোবাইলেও কল করেছে, কিন্তু কোন সাড়া শব্দ পায়নি। মনে মনে রেগে গেলেও একটা কথা ভেবে বেশ ভয়ও পেয়েছে। এমনও তো হতে পারে বাবা জহিরকে কঠোর ভাষায় শাসিয়ে বিদেয় করেছিলেন। তাই জহিরও রেগে গিয়ে ওর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু সেরকম কিছু হলে তো অনেক আগেই ঠের পেয়ে যেত নিপা। তাছাড়া গতকাল রাতে খাবার টেবিলে শিকদার সাহেব যেভাবে জহিরের প্রশংসা করছিলেন তাতে করে মনে হল তেমন কিছুই ঘটেনি। কিন্তু ...

হাসনাতের মোবাইলটা হঠাৎ বেজে উঠল। কলটা রিসিভ করল ও। ওপাশের কারো কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল। হাসনাতের নিরবতা লক্ষ্য করে সবাই ওর মুখের দিকে তাকাল। দেখল ওর মুখটা আস্তে আস্তে ফ্যাকাশে রূপ ধারণ করছে। সবাই বেশ অবাক হল। কিন্তু কল ডেড না হওয়া পর্যন্ত সবাই অপেক্ষা করল। কল শেষ হতেই মোবাইলটা আস্তে আস্তে প্যাকেটে পুরে রাখল হাসনাত। ওর পান খেয়ে ঠোঁট লাল করা মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে আছে।

'কিরে হাসনাত! কি হয়েছে, কথা বলছি না কেন?' হাসনাতের গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলল আরিফ।

'ইয়ে... মানে, একটা দুঃসংবাদ!' কোনরকমে বলল হাসনাত। রুমাল বের করে কপালে জমা চিকন ঘাম মুছল।

'দুঃসংবাদ ! কি দুঃসংবাদ?' জামিলার প্রশ্ন।

'জহিরর‍্যা...' কথা জড়িয়ে যাচ্ছে হাসনাতের।

'জহির!' অন্য সবাই একযোগে একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

'জ...জ-জহির!' আঁতকে উঠল নিপা।' 'কিক্ক...ক,...কি হয়েছে জহিরের?' প্রশ্ন করল ও। অজানা আশঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠল ওর।

'জহিরর‍্যায় এক্সিডেন্ট কইরর‍্যা ফালাইছে! হালায় এখন হাসপাতালে!' এরকম একটি ঘটনায়ও হাসনাতের মুখের ভাষার পরিবর্তন হল না। আসলে বেশি উত্তেজিত হলে সবকিছুতে তালগোল পাকিয়ে ফেলে ও। কি থেকে কি বলে ফেলে সেদিকে খেয়াল থাকে না। কিন্তু অন্যদের কানে শুধু জহির এবং এক্সিডেন্ট শব্দটি প্রচন্ডভাবে ছাপ ফেলল, ফলে হাসনাতের মুখের ভাষাটাকে কেউ পাত্তাই দিল না। অবশ্য অন্য সময় হলে খবর হয়ে যেত ওর।

www.pathagar.com

সবাই হাসনাতের দিকে ঝুঁকে এল। সবাই ওকে চেপে ধরল সবকিছু খুলে বলার জন্য। হাসনাতও সবকিছু খুলে বলল ফোনে যা যা ও জেনেছে। ফোনটা করেছিলেন হাসপাতালের ডাক্তার। জহির যে হাসাপাতালে আছে সেইখানে থেকে। জানা গেল জহির দ্রুত গতিতে গাড়ি চালিয়ে কলেজের পথে বাসা থেকে রওনা হয়েছিল, ফুটপাত থেকে হঠাৎ এক টোকাই রাস্তা পাড় হওয়ার জন্য ওর গাড়ির সামনে চলে আসে। ফলে ছেলেটাকে বাঁচানোর আশায় জহির নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফুটপাত টিঙিয়ে দেয়ালে প্রচন্ড ধাক্কা লাগায়। এবং তারপরই...। জহিরের অবস্থা এখন কেমন সে সম্পর্কে ডাক্তার স্পষ্ট কিছু জানায়নি।

সবাই ছুটে চলল হাসপাতালের উদ্দেশ্য। নিপার গাড়িতে ছড়েছে সবাই। ওর অবস্থা শোচনীয়। দু'পাশ থেকে জামিলা ও লিপি ওকে চেপে ধরেছে আর যতভাবে সম্ভব শান্তনা দেয়ার চেষ্ঠা করছে। কিছুটা স্বাভাবিক হল নিপা।

ডাক্তারের দেয়া হাসপাতালের নাম ও ঠিকানানুযায়ী নির্দিষ্ট স্থানে মিনিট ত্রিশেকের মধ্যে পৌঁছুল ওদের গাড়ি।

কিন্তু একি!

আশেপাশে যতদূর চোখ যায় কোন হাসপাতালের চিহ্নই খুঁজে পেল না ওরা। দু'একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল এই এলাকায় হাসপাতাল তো দুরের কথা, একটা ক্লিনিক পর্যন্ত নেই! এরকম অপ্রত্যাশিত ঘটনায় নিপার আবেগ কিছুটা কমল। অবাক হয়ে গেছে সবাই। একে অন্যের দিকে তাকানো ছাড়া আর কোন জবাব খুঁজে পেল না কেউ। গাড়ি থেকে বেড়িয়ে এল সবাই। তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক। ঠিক এই সময় কোথথেকে একটা গাড়ি এসে প্রচন্ড গতিতে ওদের সামনে ব্রেক কষল। কৌতুহলী দৃষ্টি নিয়ে ওরা সবাই গাড়ির জানালার দিকে তাকাল। আস্তে আস্তে গাড়ির কাঁচের জানালাটা খুলে যেতেই বেরিয়ে এল স্বয়ং জহিরের মুখ। যেন গোটা বিশ্ব জয় করে ফেলেছে এমন করে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে ফেলল ও। হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাল্লো গাইজ! পথ হারিয়ে ফেলেছিস নাকি তোরা সবাই?'

জহিরকে দেখে হতবাক হয়ে গেল সবাই। বরফের মত জায়েগায় যেন জমে গেছে সকলে। কারো মুখে কথা ফুটছে না। এরকম একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সত্যি সত্যিই সবাই নির্বাক হয়ে গেছে। তবে কয়েক মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই কারো বুঝতে বাকি রইল না জহির ওদের সবাইকে স্রেফ বোকা বানিয়েছে। ব্যস! সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল। টেনে হিঁচড়ে জহিরকে গাড়ি থেকে বের করে আনল।

'আরে দাঁড়া! দাঁড়া! কি করছিস তোরা সবাই? আরে আমাকে সব বলতে দেনা!' কোন রকমে আত্মরক্ষা করল জহির।

হালায় গাদ্দার! বস্তায় ভরবি তো ভর তোর লাইলীরে, আমাগোরে সুদ্দা হান্দায়ছোছ কেলা?' খেঁকিয়ে উঠল হাসনাত।

'আশ্চর্য জহির! তুমি আবার কবে থেকে নিপার মত অন্যকে বোকা বানানো শুরু করলে, হ্যাঁ?' বলল লিপি।

'আরে আমি তো আসলে শুধু নিপাকে...'

'হয়েছে, হয়েছে!-আর কৈফিয়ত দিতে হবে না।' গর্জে উঠল জামিলা।

'যা শালা-মাফ করে দিলাম। কিন্তু ...,' বলল আরিফ।

'আরে সেটাই তো বলতে চাচ্ছি আমি!' বলল জহির! 'কিন্তু তার আগে তোদের সবাইকে স্বীকার করতে হবে যে ভীষণ জব্দ হয়েছে নিপা?' জহিরের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য সবাই নিপার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল নিপা

www.pathagar.com

জহিরের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে। পারলে ওকে চিবিয়ে খায় এমন অবস্থা। সুতরাং জহিরের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সাহসই কেউ পেল না। এমতাবস্থায় জহির জবাবের আশা না করে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল, 'আচ্ছা বাবা, আচ্ছা, যথেষ্ট হয়েছে। রাস্তায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অস্বস্তিকর। চল সবাই, ঔই রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই চল আর তোমাদের বিয়ের ব্যাপারে সবকিছু জানা দরকার।' বলল জামিলা।

এরপর আর কোন কথা না বলে সবাই কাছের একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকল। টুকটাক খাবারের ফরমাইশ দিয়ে সবাই জহিরকে ওদের বিয়ের ব্যাপারে নিপার বাবার সাথে যা যা কথা হয়েছে সব খুলে বলার জন্য চাপ দিল। নিপার রাগ কমেছে। সেও অন্যান্যদের মত আগ্রহ প্রকাশ করল।

সবার অদম্য কৌতুহল দেখে জহিরও সবকিছু খুলে বলল। শিকদার সাহেব যে ওদের ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছেন সেটাও জানাল। সবশেষে এটাও জানাল যে আজ সন্ধ্যা পরে জহিরের মা সায়মা খাতুনের সাথে নিপার বাবা কথা বলবেন। একথা শুনামাত্রই সবাই চেঁচিয়ে উঠল। দারুণ ব্যাপার! এর মানে সবকিছুই পাক্কা হয়ে গেছে বলা যায়।

'কিন্তু তোদের কি পরিকল্পনা?' হঠাৎ জহিরকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্নটা ছুঁড়লো আরিফ।

'আমি ঠিক করেছি এবারের পরিক্ষাটা দিয়েই বিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে।' জানাল জহির 'আম্মুও রাজি। এখন শুধু অপেক্ষার পালা।'

কথাটা শুনামাত্র সবাই হৈহল্লোড় করে উঠল। তারপর নাস্তা আসতেই জমিয়ে ফেলল সবাই। আনন্দের ঢেউ বইছে টেবিল ঘিরে।

'বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করে বহুদেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।'

কবিতার ঢক্তে পংক্তিগুলি প্রথমে আবৃত্তি করল জহির, তারপর নিজের মাথায় নিজের হাতেই জোড়সে কষে এক চাটি মারল। কান্ডটা দেখে অবাক হল নিপা। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, এমন করলে যে!'

'নচেৎ করবটা কি তুমিই বল!' হাত নাচিয়ে জানালো জহির। 'আমার মতে তোমারও কমপক্ষে একটা চাটি খাওয়া দরকার।'

'পাগল হয়ে গেলে নাকি তুমি!' হতভম্ব নিপা।

'ঠিকই বলেছো, পাগল যদি নাই হতাম তবে কি নিজের দেশের ভেতরই এত সুন্দর জায়গা রেখে বিদেশ বিভূঁয়ে ঘুরে বেড়াতাম!'

নিজের চারিদিকে নজর বুলাল নিপা। জহিরের কথাটা যে কতটা যুক্তিসংগত তা ও নিজেও ঠের পাচ্ছে।

www.pathagar.com

একদিকে পাহাড় অন্যদিকে বিশাল সমুদ্র। মাঝখানে বিশ্বের সবচে' দীর্ঘতম কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত।

অপূর্ব, অতুলনীয়!

সাগরের উত্তাল ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে সৈকতে। মধ্যেখানে স্রোতের মূহুর্মুহু গর্জন, সবমিলিয়ে এক স্বপ্নরাজ্য যেন জায়েগাটা।

'তোমার কাথাই ঠিক, তা নাহলে দুনিয়ার সব জায়েগার কথাই মানে হল অথচ একটিবারের জন্যও কখনো আমাদের দেশের এসমস্ত অপূর্ব মনোরম জায়গার কথা মাথায়ও এলো না! I can't belive it!!' বিড়বিড় করে নিজেদের দোষারোপ করতে লাগল নিপা। হিমেল হাওয়ায় ওর চুলগুলো উড়ছে।

ভাড়া করা জীপটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে দু'জনে। হিমছড়ির এদিকটায় চলে এসেছে। পাশেই বিরুলির জঙ্গল। আশেপাশে মানুষজন কেউ নেই।

জীপের সীট থেকে নিজেদের ব্যাগটা বের করল জহির। কাধে ঝুলিয়ে ড্রাইভারের দিকে তাকাল, 'মতিন মিয়া, আপনি বিকেলের দিকে ঠিক এ জায়গায় চলে আসবেন, কেমন? আমরা ফিরে এসে যেন আপনাকে পাই।'

মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার মতিন মিয়া। মুখটা গোমরা করে রেখেছে সে, 'স্যার, এখনও বলছি-এভাবে আপনাদের একা একা জঙ্গলের ভেতরে ঢোকাটা ঠিক হচ্ছে না। আরো তো অনেক জায়গা ছিল...?'

'কিন্তু আমি এই বিরুলিতেই পিকনিকটা করতে চাই। তাছাড়া আপনিই তো বলেছেন ভিতরে একটা বাংলাবাড়ি আছে।' একরোখা কণ্ঠ জহিরের। মতিন মিয়া হাল ছেড়ে দিল। জীপ ষ্টার্ট দিয়ে শ্রাগ করল সে। তারপর বিদায় নিয়ে রওয়ানা হল ফিরতী পথে। ড্রাইভার চলে যেতেই নিপার দিকে তাকিয়ে হাসল জহির। বলল, 'বুঝলে, আমাদের দেশের মানুষের এই একটা দোষ, কুসংস্কারের প্রতি অস্বাভাবিক দুর্বলতা এদের।'

'যতযাই বল না কেন তুমি, রাতের বেলা নির্ঘাৎ এরকম জায়েগা ভুতুড়ে হয়ে যায়!' বুকে হাত বেঁধে বলল নিপা।

'ঠিক আছে। চল এবার, হাঁটা ধরি।' বলে হাঁটতে লাগল জহির। ওর পাশাপাশি নিপাও চলল।

পাশের পাহাড়ের মাঝে সরু পথ কেটে রাস্তাটা বিরুলী জঙ্গলের গহীনে চলে গেছে। ওদিকে ঢুকে পড়ল দুজনে। কিছুদূর এগোতেই রোদেলা পরিবেশে ঘাটতি দেখা দিল। চারিদিকে বিশাল বিশাল গাছগাছালি। ঝরে পড়া পাতা ছোট্ট এ পথে যেন চাদর বিছিয়েছে। ওদের পায়ের চাপে মর্মর ধ্বনি তুলে যেন স্বাগত জানাচ্ছে প্রকৃতির এ অপার সৌন্দর্যের জগতে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে চলল জহির ও নিপা। ক্ষণিকের জন্য ওদের মনে হল যেন ওরা রূপকথার জগতে চলে এসেছে। নিঝুম, অথচ কি অদ্ভুত সুন্দর চারদিক। মৃদুমন্দ হাওয়া বইছে বাতাসে।

প্রকৃতি মোহে সম্মোহিত হয়ে অনেকখানি পথ পেছনে ফেলে এল ওরা। নিপা পরম আনন্দে চঞ্চলা হরিণীর মত জহিরের সামনে সামনে চলছে। ওর সাথে তাল মেলাতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে জহির।

'আরে দাঁড়াও দাঁড়াও! একটু জিরিয়ে নিতে দাও।' বলে থামল জহির। অনেকখানি এগিয়ে ছিল নিপা, ফিরে এসে ওর পাশে দাঁড়াল।

'আমার প্রচন্ড নাচতে ইচ্ছে করছে, কি যে করি!' উল্লাসিত কণ্ঠ নিপার।

'কখনও তো নামাজ পড়নি, এই সুযোগে একটু শুকরিয়া আদায় করে নাও।' হাসল জহির।

www.pathagar.com

'ভেবো না, এবার থেকে ঠিকই নামাজ ধরব।' ঘোষণা করল নিপা, 'আল্লাহ আজ পর্যন্ত আমার কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ রাখেননি।'

'আমাকে বাদ দিচ্ছ কেন? তুমি আর আমি আলাদা কেউ নাকি?' চাপা রসিকতা করল জহির।

'তুমি না...!' তেড়ে এল নিপা। আলতোভাবে বেশ কয়েকটা কিল মারল জহিরের বুকে। ওকে সামলাল জহির।

'আরে থামো, থামো! এমন রোমান্টিক মুহূর্তে তালগোল পাকাচ্ছো কেন?'

'হয়েছে, ঢঙ! এবার থেকে শুধু আমি একা না, তুমিও নামাজ পড়া শুরু করবে বলে দিলাম।'

'ওকে ম্যাডাম, আপনার আদেশ শিরধার্য !'

এরকম টুকটাক রসিকতা করছিল ওরা দু'জন, এমনি সময় জহিরের কাধের উপর দিয়ে নিপা লক্ষ্য করল তিন-চার জন লোক এদিকে আসছে। জহিরকে ইশারা করল ও। ঘুরে দাঁড়াল জহির। ওদের কয়েক গজ দূরে এসে থমকে দাঁড়াল লোকগুলো। ওদের আচরণ স্বাভাবিক নয়। মাতলামী করছে সবগুলো। দারু খেয়ে এসেছে মনে হয়।

নিপা জহিরের গা ঘেষে দাঁড়াল, ওর চেহারা থেকে নিমিষেই কিছুক্ষণ আগের উল্লাসটুকু উরে গেছে।

লোকগুলো এমনভাবে ওদের দিকে তাকাচ্ছে যেন ওরা মহাকাশ থেকে নেমে এসেছে। ঠোঁটের কোনে শয়তানি হাসি দেখা যাচ্ছে ওদের।

ব্যাটারা এখন তালে নেই, স্পষ্ট বুঝতে পারল জহির। গন্ডগোল বাধিয়ে ফেলতে পারে যে কোন সময়। তাই যে পথে হাঁটছিল সে পথ ধরল। কিন্তু সামান্য এগোতেই পেছন থেকে ওদের থামতে বলল একজন। থামল ওরা। আবার ঘুরে দাঁড়াল।

তাচ্ছিল্য ভরে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল একজন। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে স্থানীয় উপজাতি।

লোভী দৃষ্টি নিয়ে নিপার দিকে তাকাল লোকটা। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মালটা কেমন মিয়া....' শুধু এতটুকু বলেছে, নিজের প্যান্ট থেকে খুলে আসা ব্যাল্টের ইস্পাত দিয়ে সোজা লোকটার চাদিতে মারল জহির। দেখল, প্রচন্ড আর্তচিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে লোকটা। মাথা চেপে ধরছে দু'হাতে। গলগলিয়ে রক্ত ঝরছে লোকটার মাথা থেকে।

ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে অন্য সবাই হতভম্ব হয়ে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণের ওদের মধ্যে হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। জহির হাতের ব্যাল্টটা পেছিয়ে ধরল শক্ত করে। যে সামনে আসবে জায়গা মত বসিয়ে দেবে। লোকগুলো জহিরের রণমূর্তি দেখে থমকে গেলেও একজন এগিয়ে এল। ব্যাটার হাতে সাক্ষাৎ ভয়াল দর্শন এক ভোজালি শোভা পাচ্ছে।

মনে মনে ভীষণ ঘাবড়ে গেল জহির। ভোজালির এক কোপই ওর ভবলীল সাঙ্গ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল জহির। ভেবেছিল লোকটা কাছে আসবে, কিন্তু ওকে বোকা বানিয়ে আস্ত ভোজালিটা ওর দিকে ছুঁড়ে মারল লোকটা। এমনটা আশা করেনি জহির। আত্মরক্ষার জন্য ও ঝট্ করে একপাশে গড়িয়ে পড়ল। অল্পের জন্য ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ভয়ংকর অস্ত্রটা।

উঠে দাঁড়ানোও সুযোগ পায়নি জহির, ওর উপর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল লোকটা। মাতাল হলেও ধাড়ি বদমাইশ ব্যাটা। শুরু হয়ে গেল ওদের দু'জনের মধ্যে ধস্তাধস্তি। জহির লক্ষ্য করল বাকি দু'জন নিপাকে ঘিরে ধরেছে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য

www.pathagar.com

হয়ে পড়ল ও। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে কাবু করার চেষ্টা করল সে লোকটাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষ শরীরে অসুরের শক্তি ধরে বুঝতে বাকি রইলা না ওর। কেবল গায়ের জোরই না, অদ্ভুত কৌশলে ওকে মাটির সাথে চেপে ধরেছে ব্যাটা।

এদিকে নিপা ভয়ে আতঙ্কে সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। ওকে ঠিক পিচ্চি একটা বাচ্চা মেয়ের মতন দেখাচ্ছে। কিন্তু ওকে বিন্দুমাত্র পাত্তা না দিয়ে জহিরের উপর চড়ে বসা লোকটা এক সঙ্গীকে বলল, 'ঔই, একটা পাথ্থর দে তো !'

কথাটা শুনে রক্ত হিম হয়ে গেল জহিরের। ঔই লোকটার মাথা ও যেভাবে ফাটিয়েছে এব্যাটাও কি ওর মাথা ফাটাবে নাকি ? নিজেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও। কিন্তু একচুলও নড়তে পারল না। ওর মুখ মাটির সাথে সেটে আছে, চেপে রেখেছে লোকটা এক হাত দিয়ে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে জহিরের। অজানা আতঙ্ক আর লোকটার নিঃশ্বাসে ভেসে আসা মদের বিদঘুটে গন্ধ পুরোপুরি ঘায়েল করে ফেলেছে জহিরকে। ওর পাশে সামান্য দূরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ঔই লোকটা। কিছুক্ষনের মধ্যেই যে ঔই লোকটার মত অবস্থা ওরও হতে যাচ্ছে সেটা ভেবে কুঁকড়ে গেল জহির। কিন্তু নিপার কথা ভেবে শেষ চেষ্টা করল ও।

কিন্তু ব্যর্থ হল। সুতরাং ...

হঠাৎই আশেপাশে খুব কাছ থেকে কারো কর্কশ অথচ অস্বাভাবিক একটা কণ্ঠ ভেসে এল, 'শালারা, আজ তোদের বাগে পেয়েছি!' কথাটা যেই বলুক জহির আবিষ্কার করল ওকে চেপে বসা লোকটা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন ওর ওপর থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এবং পরক্ষনেই জহিরের কানে ভেসে এল একটা শব্দ, প্রকৃতির নিস্তব্ধতাকে খানখান করে দিয়ে গর্জে উঠেছে গুলির আওয়াজ ! এবং তারপরেই একটা তীব্র আর্তচিৎকার !!

মনে হচ্ছে-কাজটা 'অনাহূত' আগন্তুকেরই !

জহিরের কথামতই পরীক্ষার পর পরই ওর আর নিপার বিয়ে হয়ে যায়। ধুমদাম করে না হলেও জমজমাট একটা পার্টির উপর দিয়ে। রশিদ সাহেব অবশ্য চেয়েছিলেন বিয়েটা ধুমদাম করেই হোক। কিন্তু জহির ও নিপার অনুরোধে ঔইসব অতিরিক্ত খরচাপাতির টাকা গরীব ও এতিম-মিসকিনদের মধ্যে দান খায়রাত করে দেয়া হয়েছে। ফলে ওদের বিয়ের আয়োজনটা বেশ প্রশংসিত হলো। এরকম বিয়ে সচরাচর ধনীদের মধ্যে দেখা যায় না। ব্যস, তারপর কেটে গেল দু'দুটো দিন। আত্মীয়-স্বজন যারা এসেছিলেন দূর থেকে, তারা সবাই একে একে চলে গেলেন ওদের দোয়া দিয়ে। সবাই চলে যাওয়ার পর পরই ব্যবস্থা করা হল ওদের দুজনের হানিমুনে যাওয়ার, সুইজারল্যান্ডে। কিন্তু বাদ সাধল ওদের বন্ধুবান্ধবরা। সবাই বলল নিজের দেশেই কত সুন্দর সুন্দর জায়েগা আছে-কক্সবাজার, সুন্দরবন, রাঙামাটি...ওসব ছেড়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে যাওয়ার কোন মানে হয় ! অবশেষে স্বীদ্ধান্ত নেয়া হল কক্সবাজার হবে ওদের হানিমুন স্পট। যেই কথা সেই কাজ, স্বীদ্ধান্ত মাফিক পরের দিনই জহির ও নিপা তল্পিতল্পাসহ হাজির কক্সবাজারে। পুরো এক সপ্তাহর হাওয়াই যাত্রা।

কিন্তু ...

হ্যাঁ, এই কিন্তুটা হচ্ছে জহির ও নিপা কক্সবাজারে একা আসেনি। ওদের সাথে আছে লিপি, জামিলা, আরিফ, হাসনাতসহ আরো অনেকে। মোট বারোজন।

কিছুক্ষন আগের ঘটে যাওয়া ঘটনাটা কোন দুর্ঘটনা ছিল না। ছিল না কোন সত্যি ঘটনা। ওসব ছিল স্রেফ নাটকের শূটিং মাত্র ! বহুদিন ধরে জহিররা একটা

www.pathagar.com

নাটক নির্মানে চিন্তা ভাবনা করছিল। কোন সাধারণ নাটক নয়, জমজমাট একটা ভয়ের নাটক। নাটকের কাহিনী ও যাবতীয় পরিকল্পনা ঠিকঠাক করাই ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে কাজে হাত দেয়া হয়ে উঠছিল না ওদের। তাই এবার এক ঢিলে দুই পাখি মারার পরিকল্পনা করেছে জহির। ওদের হানিমুনে নাটকের পুরো ইউনিটকেই সাথে করে নিয়ে এসেছে ও। একদিকে যেমন চমৎকার একটা হানিমুন হবে তেমনি এতদিনের পরিকল্পিত কাজটাও হয়ে যাবে। সুতরাং, অসুবিধেটা কোথায় ? তাই কক্সবাজারে এসে ওরা হিমছড়ির এদিকটায় একটা কটেজ ভাড়া করে সদলবলে উঠে পড়েছে। নাটকের কাজও চলছে, ফূর্তিও হচ্ছে। চমৎকার কাটছে সময়। ইতিমধ্যেই দুটো দিন বেশ ভালভাবেই কাটিয়েছে ওরা। তেমন কোন সমস্যা হয়নি। ওরা যে কটেজটা ভাড়া করেছে সেটা খুবই চমৎকার। ছয়টি কামরা আছে ওতে। এই যে বিরুলীর জঙ্গল, এটার ভেতরেই তৈরী করা হয়েছে কটেজটা। সৈকত থেকে বনের মধ্যে সরু পথ ধরে কিছুদূর এগোলেই নজরে আসে কটেজটা। নিরিবিলি গাছপালায় ঘেরা সবুজের মাঝে এরকম একটা কটেজ সত্যিই প্রভাবনীয়। নিঝুম রাতে সাগর থেকে ভেসে আসা স্রোতের গর্জন স্পষ্ট শোনা যায় কটেজে বসে।

কেটজটার মালিক চিংমাই শেঠ নামের এক পাহাড়িয়া ভদ্রলোক। পর্যটকদের প্রায়ই এ কটেজ ভাড়া দিয়ে থাকেন উনি। চিংমাই শেঠ নিজেও কটেজে বসবাস করেন। ভদ্রলোক মধ্য বয়স্ক। বিবাহিত স্ত্রীও তার সাথেই কটেজের একটি ঘরে থাকেন। এরা দুজনেই চমৎকার মনের মানুষ। খুবই আন্তরিক। জহিররা প্রথম যখন কটেজটা ভাড়া নিতে এলো তখন বাঙালী পাশাপাশি নবদম্পত্তি হওয়ার বদৌলতে ইনারা জহিরের পুরো টীমকে রাতের ডিনার ফ্রী পরিবেশন করলেন। জহিরেরাই নাকি তাদের কটেজে আসা প্রথম বাঙালী দম্পত্তি। এর আগে যারাই এসেছিলো তাদের অধিকাংশই বিদেশী।

তো, শূটিং পেকাপ করা হল। দুপুরের খাওয়ার সময় হয়েছে। প্রোডাকশন বয়ের মাধ্যমে লাঞ্চ পরিবেশিত হলো সবার মধ্যে। জহির ও নিপা প্লেট হাতে ছোট্ট এক ঢালের পাশে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে খাবার গিলছে। চিংমাই শেঠ এবং মিসেস শেঠ সেন্টমার্টিন গিয়েছেন কিছু একটা দরকারে। নিপা জহিরকে জিজ্ঞেস করল, 'নাটকের কততম দৃশ্যের শট নেয়া হল আজ?'

জহির নিজের প্লেট থেকে রোস্টের হাড্ডিটা বোস্টে ছুঁড়ে ফেলল। জানাল, 'ষোলতম দৃশ্য পর্যন্ত কমপ্লিট।'

'এরমানে আর মাত্র দশটা দৃশ্য বাকি রয়েছে। যাক বাবা, খুব দ্রুত কাজ সারতে পারছি আমরা!'

'হ্যাঁ, আর আজকে সন্ধ্যা পরেই রাতের দৃশ্যগুলো ক্লিয়ার করে ফেলব ইনশাল্লাহ। কি বলো?'

'ভাল বলেছো, আজকে তো কটেজে শেঠ আঙ্কল নেই। মনে হয় আজ আর উনারা ফিরবেন না। সুতরাং উনাদের ডিস্টার্ব হবে না। কাজটা শান্তিমতো সারা যাবে।'

জবাবে মাথা নাড়ল জহির। কিছু বলল না। ওদের থেকে কিছুদূরে আরেকটা গাছের ছায়ায় বসে হাসনাত, জামিলা ও আরিফ খাবার খাচ্ছে। ওদের উদ্দেশ্যে চেঁচাল জহির, 'এই হাসনাত, লোকমানভাইকে বল জিনিষ পত্রগুলো নিয়ে কটেজে চলে যেতে। এখানকার শূটিং আজকের মত শেষ।'

হাসনাত খাবারের প্লেটশুদ্ধ টিবির ওপাশে ঢালের ওদিকে নেমে গেল। কিছুক্ষণপর জহিররা লক্ষ্য করল হাসনাত একদম অপরিচিত এক ভদ্রলোককে

www.pathagar.com

সাথে করে নিয়ে আসছে। মনে হয় ইনি ওদের শূটিংয়ের সময় আশেপাশে ছিলেন তাই প্রোডাকশনের কেউ তার হাতে লাঞ্চপ্যাক তুলে দিয়েছে। ভদ্রলোক তা থেকে খাবার মুখে পুরছেন আর হেসে হেসে হাসনাতের সঙ্গে কথা বলছেন।

ওরা কাছে আসতেই জহির ও নিপা উঠে দাঁড়াল।

'আরে না না মশাই ! কি করছেন!' ভদ্রলোক জহিরদের উঠতে দেখে হাত নাড়লেন, 'বসেই আলাপ করব আমরা। বসুন, বসুন!' বলে ভদ্রলোক হাসনাতকে সাথে নিয়ে মাটিতে গাছের নিচে বসলেন।

'জহিররা্যা,' হাসনাত শুরু করল। 'এই ভদ্রমহোদয় খুবই অমায়িক। হুনলাম দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া আমাগো ছুটিং দেখতাছিলেন, লোকমানভাই এনাকে ডেকে বসাল। তগোলগে দেখা করবার চাইলেন, তাই লগে নিয়া আইলাম।'

'ভাল করেছিস। কিন্তু এদিকটায় তো কেবল আমাদের লোক ছাড়া আর কাউকে দেখিনি'।

'আরে না মশাই!' হাসলেন ভদ্রলোক। 'আমি একজন ট্যুরিষ্ট। এদিক দিয়ে জীপ ড্রাইভ করছিলাম, হঠাৎ লোকজন দেখে কৌতূহল হলো-এসে দেখি শূটিং চলছে।'

'অ, তাই!' এবার জহিরও হাসল। 'আসলে আমাদের এসব কমার্শিয়াল কিছু নয়, শখের বশেই বন্ধুরা মিলে উদ্যোগ নিয়েছি। তা আপনি-'

'অ হ্যাঁ, আমার পরিচয়টা তো দেয়া উচিত। আমি আদিনাথ ঘোষ, অবসর জীবনযাপন করছি। কলকাতার বাসিন্দা। আপনাদের দেশে এলাম একটু সময় কাটাতে, ঘুরে বেড়াতে। এই আর কি-।'

সবার খাওয়া শেষ হলো। হাত ধোয়ার পানি ও হাত মুছার টাওয়াল এগিয়ে দেয়া হলো। প্রোডাকশনের ছেলেরা পরিত্যক্ত লাঞ্চপ্যাকগুলো পরিস্কার করে নিয়ে গেল।

'লাঞ্চের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ...' ভদ্রলোক বললেন।

'আরে না না, ও কিছু না জনাব। আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে খুশি হয়েছি।'

'তা, ইনি কে-' আঙুল দিয়ে নিপাকে দেখালেন ভদ্রলোক।

'ও হ্যাঁ, মীট মাই ওয়াইফ-নিপা জহির।'

নিপা ভদ্রলোককে নমস্কার জানাল।

'ও আচ্ছা! তাহলে আপনি মেরিড? বাকিরা মনে হয় আনমেরেড?'

'হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন। আসলে আমরা এখানে হানিমুনেই এসেছি।'

'আর আমি...বিয়ে বার্ষিকী উপলক্ষ্যে। আমাদের চৌদ্দতম ম্যারিজডে। হা! হা! হা!'

'অভিনন্দন!'

সবাই হাসল ওরা। ভদ্রলোককে সবার মনে ধরেছে। বয়স পয়ত্রিশ-চল্লিশ হবে। দাঁড়ি-গোঁফ আছে, তবে মস্ত টাক।

পোশাক আশাকে যথেষ্ট বিত্তবান বলেই মনে হয়।

'আপনারা কোথায় উঠলেন সবাই, বিশাল টীম দেখছি। নিশ্চয় কটেজই হবে?'

'ও হ্যাঁ, ঔই তো কাছেই কটেজটা। তা চলুন আমাদের সঙ্গে কফি বা চা খেয়ে যাবেন।'

'তা মন্দ বলেননি ভায়া, আমি আবার কফি ছাড়া ঠিকতে পারি না একদম।'

সবাই একসঙ্গে এগোল। জহিরদের সঙ্গে এবার লিপিরাও জুটেছে।

www.pathagar.com

সবারই আগ্রহ ভদ্রলোককে ঘিরে। ভদ্রলোক, মানে মি.ঘোষের চেহারা সবার কাছেই যেন কেমন পরিচিত ঠেকছে।

'আপনি আমাদের তুমি বলে সম্বোধন করতে পারেন। বয়সে যথেষ্ট বড়ো তো আপনি, তাই!' হাঁটতে হাঁটতে অনুরোধ করল জহির। ওরও ভদ্রলোককে কেমন চেনাচেনা লাগছে।

'কিন্তু শর্ত আছে,' জবাবে মি ঘোষ বললেন,'যারা আমার সঙ্গে কফি খাবে শুধুমাত্র তাদেরকেই আমি তুমি বলব। কারণ, কফি যারা খায় তারা আমার বন্ধু, আর বন্ধুকে তো আপনি বলা যায় না।'

আবারো হাসিতে ফেটে পড়ল সবাই। কিন্তু নিপা নিরব। লোকটাকে একদম পছন্দ হয়নি ওর। অতিরিক্ত চেনা চেনা লাগছে লোকটাকে!

'আপনি একজন লেখক!' চেঁচালো লিপি। 'সেইজন্যই তো বলি আপনাকে এত চেনাচেনা লাগছে কেন?'

'সত্যি করে বলুন তো জনাব, আপনি কথা সাহিত্যিক আদিনাথ ঘোষ কিনা?' আরিফের প্রশ্ন।

'বিখ্যাত হওয়ার এই এক সমস্যা!' আফসোস করলেন মি. ঘোষ। 'সে না হয় কয়েকটা ভাল উপন্যাস লিখেই ফেলেছি। তাই বলে এত হৈচৈ? আসলে প্রকাশকদের নিজের ছবি দেয়াটাই ভুল হয়েছে।'

'কিন্তু মি. ঘোষ,' মিনমিনে কণ্ঠ জহিরের। 'আপনি বলেছেন আপনি আপনাদের চৌদ্দতম বিবাহবার্ষিকী...?' ওকে হাত দিয়ে থামালেন মি. ঘোষ। সবার মধ্যে থমথমে ভাব বিরাজ করলো। সবাই জানে মি. ঘোষের স্ত্রী অনেক আগেই গত হয়েছেন।

'আসলে তোমাদের ধারণাই ঠিক। এবং এটাই সত্যি। কিন্তু তোমরা কি জানো আমাদের বিয়েটা হয়েছিল এই কক্সবাজারে? তাই আমরা প্রতি বছরই এখানে আসতাম। তারপর ছোট এক দুর্ঘটনায় ও মারা গেল...' একটু থামলেন মি. ঘোষ। ঠোঁটে হাত বুলালেন,'কিন্তু প্রতিবছরই আমি এখানে আসতে লাগলাম, বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই...।'

'কফি তো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে...।' প্রসঙ্গ পাল্টালো নিপা। কিছুটা সহানুভূতি জেগেছে ওর লোকটার প্রতি।

'তাই তো!' যেন হঠাৎ আকাশ থেকে পড়লেন ভদ্রলোক। কফির মগে একটা চুমুক দিয়ে তাকালেন সবার দিকে, 'এবার তোমাদের কথা কিছু বলো। নাটকটা কে লিখেছে শুনি।'

সবাই ভাগাভাগি করে নিজেদের ব্যাপারটা বলতে লাগলো। ওরা সবাই কটেজের বারান্দায় বসে গল্প করছে। চমৎকার দু'সেট বেতের সোফা সাজানো বারান্দায়। একটা টিয়েপাখির খাঁচাও আছে ঝুলানো।

হাসনাতকে ওদের মাঝে দেখা যাচ্ছে না। বেচারা কফি খেতে পারে না। লাঞ্চের পর ওর পান খাওয়ার ব্যাপারটা স্বাভাবিক। তাই আগত মেহমানের সম্মানের দিকে খেয়াল রেখে কটেজের পেছনে চলে গেছে ও। গল্প জুড়ে দিয়েছে লোকমান ভাইয়ের সাথে।

লোকমান ভাই ওদের থেকে বয়সে দু'চার বছরে সিনিয়র। একটা টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধি। ক্যামেরা, প্রোডাকশন এসব তার হাতের মুঠোয়। তাই জহিররা যখন চেপে ধরল, না করতে পারলেন না। আফটার অল শহরের নামকরা

www.pathagar.com

শিল্পপতি তথা মেয়রের জামাই বলে কথা! সবরকম সহযোগীতা করবেন আঃশ্বাস দিয়ে চলে এলেন ওদের সঙ্গে ইউনিট নিয়ে। বেশ ভোজনরশিক মানুষ এই লোকমানভাই। ভাল নাম লোকমান সাইফ।

দুজনেই ওরা পান খাওয়া সেরে সামনের দিকটায় চলে এলো। দেখলো-মি. ঘোষ চলে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওদের দেখে লনে নেমে এলেন। বললেন, 'আজ্ঞে মশাই, আজকের মত চলি কেমন? দেখা হবে।'

'কিন্তু আপনি আছেন কোথায় তা তো বললেন না।' জিজ্ঞেস করলেন লোকমান ভাই।

'ঔই তো, সৈকতের ওধারে যে ছোট্ট পাহাড়টা আছে না, ওতে তাবু ফেলেছি।'

'সেকি জনাব, একা একাই!' বিস্মিত অনেকের কণ্ঠ।

'আরে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এতে। উঠেছি হোটেলেই, কিন্তু জানেন তো আজ ভরা পূর্ণিমার রাত...।'

'ও তাই তো!' সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

'তাহলে এক কাজ করা যাক না, সন্ধ্যা পরে আমাদের কিছু শট নেয়ার কাজ সেরে আপনার ঔই তাবুর পাশে আগুন ধরিয়ে একটা ছোট্ট আড্ডা...' জহিরের নাটকীয় প্রস্তাব।

'চমৎকার! তাহলে আরকি, চলে এসো সবাই তোমরা। আমি গিয়ে এখুনি সব ব্যবস্থা করে রাখব। তাহলে চলি... দেখা হবে রাতে।'

ভদ্রলোককে এগিয়ে দিতে চাচ্ছিল সবাই। কিন্তু বাধা দিলেন মি. ঘোষ, তারপর একাই চলে গেলেন।

'যাক, একটা লাভই হলো বলা যায়, দুই বাংলার জনপ্রিয় লেখক আদিনাথ ঘোষের সান্নিধ্য পাওয়া গেল, কি বলো?' নিপার দিকে তাকালো জহির। মাথা নাড়ল নিপা।

'যাই বলো, লোকটা হিন্দু পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী...তবুও মন্দ বলনি। মানুষ হিসেবে ভালই তো!'

অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন আদিনাথ ঘোষ। ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন। রাত ন'টা বাজে হয়ত। এতক্ষনে নিশ্চয়ই ওরা নিজেদের শূটিংয়ের কাজ শেষ করে ফেলেছে।

ওদের জন্য সবরকমের ব্যবস্থা করে রেখেছেন মি. ঘোষ। সাপারেরও আয়োজন করে রেখেছেন। হোটেলে একদল লোক আছে যারা ট্যুরিষ্টদেরকে ক্যাম্পিং ফ্যাসিলিটি দিয়ে থাকে। ওরাই সব করে দিয়েছে মি. ঘোষের।

জ্যোৎস্নার ফকফকে আলোয় চারপাশটা ভীষন মায়াবী ঠেকছে। আশে পাশের অনেক দূর পর্যন্ত দিগন্ত বিস্তৃত নিঝুমতা। অবশ্য একটু নিচে ঔই সৈকতে এসে আছড়ে পড়া স্রোতের শব্দ ভীষণভাবে সাজিয়ে দিচ্ছে পূর্ণিমার এ স্নিগ্ধ রাতটাকে।

আপাতত তাবুর বাইরে একটা চার্জ লাইট জ্বালিয়ে রেখেছেন মি. ঘোষ। ওরা আসলে তাবুর পাশে তৈরী করে রাখা ক্যাম্প ফায়ার জ্বালানো হবে। কিছুক্ষণ আগেও দু'চারজন লোক ছিল এখানে। জহিরদের আসার সময় হওয়াতে লোকগুলোকে বিদেয় দিয়েছেন তিনি।

স্ত্রী মারা যাওয়ার পর পুরোপুরি একা হয়ে যান ভদ্রলোক। পেশাগত জীবনে একটা ভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন। হঠাৎ করে অবসর নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। বলা যায় কেবল একাকীত্বটা গোছানোর জন্যেই তার সমস্ত লেখালেখি।

www.pathagar.com

আত্মীয়স্বজন দূরে দূরে থাকায় তেমন কোন সঙ্গীও পেতেন না কথা বলার। তাই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ান, লিখেন। কাউকে পছন্দ হলে ছেলে হোক বুড়ো হোক যেচে পড়ে কথা বলেন। একরকম মিশুক প্রকৃতির মানুষই বলা যায় তাকে।

আজ তাই এদিকটায় তাবু ছেড়ে জীপ নিয়ে আশেপাশের প্রকৃতি দেখতে বেরিয়েছিলেন। বিরুলীয় ওদিকটা অনেক লোক দেখে আগ্রহী হোন এবং তারপর জহিরদের সঙ্গে পরিচয়। ওদের সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ দেখে ভীষণ প্রভাবিত হয়েছেন। লিপি নামের যে মেয়েটা নাটকটা লিখেছে তার লেখার হাত সত্যিই চমৎকার। স্ক্রিপ্টের দু'চার পৃষ্ঠা পড়েই ঠের পেয়েছেন মি. ঘোষ। মেয়েটা সম্ভাবনাময়ী। কি নাটক লিখেছে রে বাবা! অলৌকিক কাহিনী। জমজমাটই বলতে হয়। যদিও পুরোটা পড়েননি তিনি। কিন্তু ঔই অল্পতেই ঠের পেয়ে গেছেন। এখন শুধু নাটকে ঘটনাটি ফুটিয়ে তুলতে পারলেই ওরা সাকসেস!

কিন্তু ওরা আসছে না কেন?

এত দেরী তো হওয়ার কথা নয়।

সরু ট্রেইলের দিকে তাকালেন মি. ঘোষ। এদিক দিয়েই আসবে ওরা।

ধ্যেত্তেরি ! সার্ভারদের বিদেয় দিয়ে ভুল করেছেন। একজনকে রাখা উচিত ছিল। তাহলে এখন খোঁজ নিতে পাঠানো যেত। হাত ঘড়িতে নজর বুলানোর জন্য তাকালেন মি. ঘোষ।

'যাচ্ছেল! ঘড়িটা হাতে দিতেই ভুলে গেছি!' বিরক্তি প্রকাশ করে উল্টো ঘুরে তাবুতে ঢুকলেন তিনি। বন্ধ আরেকটা চার্জ লাইট অন করলেন। ঠিক তখুনী কেউ একজন প্রচন্ড ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল তাকে। আকস্মিক এহেন আক্রমনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন তিনি। চার্জ লাইটটা হাতের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে নিভে গেছে। অন্ধকারের মধ্যেও মি. ঘোষ দেখলেন একটি ছায়ামূর্তি খুব দ্রুত পালিয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে এলেন মি. ঘোষ।

কিন্তু আশেপাশে কাউকেই তার নজরে এল না।

একরাশ বিস্ময় নিয়ে পুনরায় তিনি তাবুতে ঢুকলেন।

মাটি হাতড়ে পড়ে যাওয়া চার্জলাইটটা তুলে আবার জ্বালালেন। তাবুর ভেতর চারপাশটা দেখলেন ভাল করে। চুরি যাওয়ার মত তেমন কোন জিনিষ তাবুতে নেই। সাপার বক্সটাও সহি সালামতেই আছে জায়গামত। বাকি যা যা আছে সবকিছুই টুকটাক ইন্সট্রুমেন্ট। চোরে নিয়ে লাভবান হবে এমন কিছুই নেই। তাছাড়া অনাহূত আগন্তুক যদি দক্ষ চোর হয়ে থাকে তবে তার নিশ্চয়ই অজানা নয় যে যারা তাবু খাটে তারা সঙ্গে মূল্যবান কিছুই রাখে না। আর যদি চোরই না হবে তবে কে এই আগন্তুক? কি এমন স্বার্থ আছে তার যে তাকে তাবুতে ঘাপটি মেরে থাকতে হলো? তাছাড়া মি. ঘোষের প্রতি কারো দূর্ভাবনার প্রশ্নই ওঠে না। এখানকার কেউই তাকে তেমন একটা চেনেই না। রেষারেষির সেক্ষেত্রে প্রশ্নই ওঠে না, তবে?

মি. ঘোষ আবার ভাল করে সবকিছু ঘেটেঘুটে দেখলেন, নাহ! তেমন কিছুই নজরে আসছে না।

খোয়াও যায়নি কিছু।

লেখক মানুষ, সন্দেহ প্রবন মন। তাই এ নিয়ে বেশ চিন্তিত হলেন আদিনাথ ঘোষ। কপালে ভাঁজ পড়েছে তার ভ্রু কুচকানোয়। এমন সময় বাইরে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ উঠল। মনে হয় ওরা সবাই চলে এসেছে !

www.pathagar.com

জহির, হাসনাত, আরিফ, লোকমান ভাই, লিপি, জামিলাসহ মোট আটজন এসেছিল ওরা। নিপা নামের মেয়েটি শুধু আসেনি। মি. ঘোষ জানেন ওদের অন্যান্য বোর্ডাররা যারা প্রোডাকশনের কাজে ব্যস্ত তারা কটেজে থাকে না, ওরা কাজ সেরে কক্সবাজারের মোটেলে চলে যায়।

তাহলে কি কটেজে শুধু একা ঔই নিপা মেয়েটাই আছে? না, ভুল হলো। জহির ছেলেটা বলেছিল, শেঠ দম্পত্তি ফিরে এসেছে, নিপা ওদের সাথেই আছে। মেয়েটা কেন জানি তাকে সহ্য করতে পারে না।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন মি. ঘোষ।

কিন্তু কেন সেটা তিনি বুঝতে পারছেন না। তার আচরণ নিশ্চয়ই বাহুল্য কিছু না, তাছাড়া মিশুক মানুষ তিনি। সাধারণতঃ আজ পর্যন্ত কেউ তাকে এভাবে অ্যাবয়েট করেনি। লেখালেখির সুবাদে তিনি মানুষের মনোভাব অনেক সময় ঠাহর করতে পারেন। তবে এসবের আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না মি. ঘোষ। তার প্রতিশ্রুতি মাফিক যা যা করার কথা ছিল তা তিনি সেরে ফেলেছেন। এখন লোকগুলো তার স্ত্রীর ডায়েরীটা ফেরৎ দিলেই তিনি খুশি। অন্যকাউকে নিয়ে ভাববার সময় বা প্রয়োজন তার নেই।

এই মূহূর্তে তিনি মাটিতে চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকা আমন্ত্রিত ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে চিন্তিত। ওরা সবাই সাপার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে কপোকাত। তবে এদের ব্যবস্থা ঔই লোকগুলোই করবে বলে জানিয়েছে। সুতরাং মি. ঘোষের এখানে চিন্তিত হওয়ার কোন যুক্তি নেই। তিনি এখন অপেক্ষায় আছেন লোকগুলো তার ডায়েরীটা ফেরৎ দেবে এবং তিনি ফিরে যাবেন কলকাতায়। আর ভুলেও এদেশে আসবেন না। এদেশে ভাল মানুষের চেয়ে খারাপ মানুষের সংখ্যাই বেশী। এই যে একটা ডায়রীর দূর্বলতাকে পুঁজি করে লোকগুলো তাকে দিয়ে একটা অপরাধ করিয়ে নিল সেটা কি মেনে নেয়ার মত ? অথচ এই ডায়রীর জন্য সব খোয়াতে রাজি বলে ওরা তার এই দুর্বলতাকে কি সহজেই না ভরাডুবিতে পরিণত করল! এদের মধ্যে ভালবাসার কোন প্রতিরূপ নেই, নেই প্রত্যাশার কোন মূল্য। এই যে গত কদিন আগে রেস্তোরাঁর একটা লোকের সঙ্গে কি জম্পেশ খাতিরটাই না হলো! তিনি খোলামেলা লোকটাকে বলেছিলেন নিজের মৃত স্ত্রীর ডায়রীর প্রতি তার সীমাহীন দূর্বলতার কথা। আপন করে নিয়েছিলেন লোকটাকে যেমনটা ঔই লোকটাও তাকে পরম আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছিলো। তার স্ত্রীর মৃত্যুবার্ষিকীটাকে স্মরণীয় করে রাখার প্রচেষ্টায় কি আয়াজনটাই না করেছিলো লোকটা। এখন বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয় যে লোকটা ছিল মানুষরূপী এক খেঁক শেয়াল।

সেদিন সন্ধ্যায় মৃত স্ত্রীর ডায়েরীটা ঘেটে ঘেটে একটা উপন্যাসের প্লট তৈরীর চেষ্টা করছিলেন তিনি। তাদের সংসার জীবনের নানা ঘটনা লেখা ছিলো ডায়েরীটাতে। তার স্ত্রী প্রতিদিন খুব যত্ন করে ডায়েরীটা লিখতেন। আর তাকে বলতেন-*'আমি থাকবো না, কিন্তু তোমার কাছে নিশ্চয়ই আমার এই অস্তিত্ব ঠিকে থাকবে...'* সেই থেকে এই ডায়েরীটাকে মি. ঘোষ নিজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে সঙ্গে রেখে এসেছেন। কিন্তু ঔই লোকটা যখন নিতান্তই দেখাচ্ছলে ডায়েরীটা হাতিয়ে তাকে বাধ্য করল তাদের কাজে সাহায্য করতে তখন তার স্ত্রীর ডায়েরীটা ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা ছাড়া আর কোন চিন্তাই মাথায় কাজ করছিলো না তার।

লোকটি তাকে বলেছিলো, 'ঔই শেঠজীর কটেজে একদল ছোকরা এসে উঠেছে। মনে হয় নাটক-ফাটক কিছু করবে। ওদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নির্জন

www.pathagar.com

কোনও জায়গায়...আমরাই ব্যবস্থা করে দেব। ওদের শুধু একরাতের খাবার খাইয়ে দিতে হবে। আপনি লেখক মানুষ, সহজেই ওদের মাঝে ভীড়ে যেতে পারবেন ভায়া। আপনারও কোন সমস্যা হবে না। যে রাতে খাবার খাবেন একসাথে নিজেও বেহুশ হয়ে যাবেন। ব্যস! আপনাকে কেউ সন্দেহ করবে না, আমাদেরও কাজ হয়ে যাবে...ও হ্যাঁ, সবকিছু ঠিকঠাক মত চললে ডায়েরীটা ঘটনাস্থলেই পেয়ে যাবেন।' বলে চলে গিয়েছিলো লোকটা। পরে মি. ঘোষ জেনেছিলেন লোকটার ধান্ধা আর কিছু নয়-ছেলেগুলোর অজান্তে কোন ঝামেলা ছাড়া, ওদের লাখটাকার ক্যামেরা ও অন্যান্য জিনিষপত্র হাতানো। এরা নিম্নশ্রেণীর ঠগের জাত। এদের কাজই হচ্ছে ফাঁকি দিয়ে কাজ সারা। কিন্তু মি. ঘোষ তখন ডায়েরীর আশায় ভালমন্দ বাছবিচারের প্রয়োজন মনে করেননি। ওরা কেবল ডায়েরীটাই নিয়েছিলো কিন্তু তার কাছে ব্যাপারটা স্বয়ং তার স্ত্রীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার মতন ঠেকেছিলো। তাই কোনকিছু না ভেবেই তিনি তাদের কথামত একাজটা করতে বাধ্য হয়েছেন।

কিন্তু এবার আর ভুল করলেন না মি. ঘোষ। তিনি জানেন জহিরেরা আসার আগে যে আগন্তুক তার তাবুতে ঘাপটি মেরে ছিল সেই লোকটা আসলে তার ডায়েরীটা ফেরৎ দিয়ে গেছে। আর সাপারে অজ্ঞানের ঔষুদ মিশিয়ে দিয়ে গেছে। আর সেজন্যই মি. ঘোষ সাপারপ্যাক হাতে নেননি। নিজের জন্য শ্যাম্পেন আনিয়ে রেখেছিলেন।

তাবুতে ঢুকলেন মি. ঘোষ। হ্যাঁ, ডায়েরীটা সত্যি সত্যিই পাওয়া গেল। সুতরাং তার বেহুশ হওয়ার প্রয়োজনই পড়ে না। ওরা চেয়েছিলো সবাই এখানে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকবে আর ওরা নিজেদের কাজ নিশ্চিন্তে কটেজে গিয়ে ভালয় ভালয় সেরে চম্পট দেবে। না, তা আর হচ্ছে না। মি. ঘোষ জানেন তার ইনফরমেশন পুলিশের কাছে পৌঁচেছেই। ওদের লোকেরা তার উপর নজর রাখছিলো সারাক্ষন। তাই তিনি কৌশলে পুলিশকে সব জানিয়ে একটা মেসেজ হোটেলের লাউঞ্জে বেয়ারকে বখশিশ দেয়ার ছলে গছিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আশা করা যায় পুলিশ নিশ্চয়ই সবরকম ব্যবস্থা নেবে। ক্রিমিনালগুলো যদি লুট করতে কটেজে যায় তবে এতক্ষণে নির্ঘাত পুলিশের হাতে পাকড়াও হয়ে গিয়েছে ?

ব্যাপারটা চিন্তা করে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন মি. ঘোষ।

চার্জলাইটের আলোয় তাবুতে বসে জহিরদের উদ্দেশ্যে ক্ষমা প্রার্থনামূলক একটা চিঠি লিখলেন তিনি। নিজের অপরাগতার ব্যাপারটাও লিখলেন। তারপর চেকবই বের করে একটা চেকে সই করলেন। বিভিন্ন দেশে ব্যাংক একাউন্ট আছে তার। এদেশেও ব্যতিক্রম নয়। চেকটা তিনি মূলতঃ এ কারণেই লিখলেন তার ধারণা ভুল হতে পারে ভেবে। এমনও হতে পারে পুলিশ কোন ইনফরমেশন পায়নি আর এই সুযোগে ডাকাতগুলো হয়ত ওদের সবর্স্ব লুটে নিয়ে যাবে। যদি সেরকম কিছু ঘটে তাহলে এ চেকটা বিপদার্থে তাদের কাজে আসবে। এটা স্রেফ নিজের অপরাধের গ্লানি কিঞ্চিত হালকা করার হালকা প্রচেষ্টা তার, এর বেশী কিছু নয়।

চেকটা জহিরের শার্টের পকেটে গুঁজে দিলেন ভদ্রলোক। আগামী কাল তার ফ্লাইট। বিদায় বাংলাদেশ!

'বাবা, তুমি কিন্তু কাজটা একদম ঠিক করোনি।' ফোঁপানো কণ্ঠে সামনে দাঁড়ানো মেয়র রশিদ শিকদার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল নিপা।

রশিদ সাহেব মেয়ের দিকে ঠান্ডা চোখে তাকালেন। বললেন, 'দেখ্ মা, তুই আমাকে ভুল বুঝতে পারিস কিন্তু আমি জানি আমি কাজটা ঠিক করেছি কি না।'

www.pathagar.com

'তাই বলে তুমি আমাকে ...' একদম কেঁদে ফেললো নিপা। ওর পাশে বসা গৃহ পরিচারিকা মিসেস আনিকা বেগম ওর কাঁধে শান্তনার হাত বোলালেন।

'বেশ করেছি। এছাড়া অন্য কোনভাবে তোকে ফিরিয়ে আনা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যা করেছি ভেবেচিন্তেই...' এই সময় মেয়র সাহেবের মোবাইলে রিং হল।

'হ্যালো....কে, ও আচ্ছা ঠিক আছে। আমি ম্যানেজ করে দেব না হয় .... কি, সময় কম? অসুবিধে নেই আমি আসছি।' এপর্যন্ত কথা বলে লাইন কাটলেন রশিদ সাহেব। মেয়ের পাশে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে নরম কণ্ঠে বললেন, 'মারে, জহির ছেলেটা ভাল। ওর বংশও মন্দ নয়। তাছাড়া তোরা একই ব্যাচে পড়াশোনা করেছিস। তোদের সম্পর্কের গভীরতা আমি জানি। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক না কেন তোদের ব্যাপারটা আমি মেনে নিতে পারবো না।'

নিপা বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'প্লীজ বাবা, তোমার সমস্যাটা কোথায় আমাকে খুলে বলো। আমি জেনে শুনে এমন কিছু করব না যা তোমাকে কষ্ট দেবে।'

'তেমন কিছুই নয়রে মা, কিন্ত এমন কিছু যা তোকে বলার মত নয়।' আর কথা বললেন না মেয়র সাহেব। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। শুধু এতটুকু বললেন, 'অতিরিক্ত কৌতূহল সীমাহীন কষ্ট ডেকে আনে। আমি চাই না তোর কষ্টের বোঝা ভারি হোক। যে কষ্টটুকু নিয়ে আছিস সেটা সামলানোর চেষ্টা কর।'

হনহন করে নিপার বেডরুম ছাড়লেন ভদ্রলোক। নিপা এবার আনিকা বেগমকে জড়িয়ে ধরল।

'ম্যাডাম,' নিপা ভদ্রমহিলাকে জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই এই সম্বোধন ডেকে আসছে। 'বাবার সমস্যাটা কি বলো তো?'

'তোদের বাপ বেটির ব্যাপারস্যাপার কিছুই মাথায় ঢুকছে না রে। আগে খুলে বল তো কি ঘটেছে?' উল্টো প্রশ্ন করলেন আনিকা বেগম।

'কি বলবো তোমাকে...' চোখ মুছল নিপা। 'কক্সবাজারে বেশ জমে উঠেছিলো। তখন পরিচয় হল এক লেখক ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমাদের নাটকের কাজ চলছিলো তো, সেই সুবাদে ভদ্রলোক এসেছিলেন। প্রথম দিনই ভদ্রলোক তার তাবুতে পূর্ণিমা কাটাতে আমাদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি যাইনি। ওরা সবাই গেল। কিন্তু অনেক রাত পর্যন্তও ওরা ফিরল না। এমন সময় ঔই লেখক ভদ্রলোক এসে হাজির। তিনি তড়িঘড়ি করে আমাদের জানালেন কে বা কারা যেন আমাদের সর্বস্ব লুটতে চায়। জহিরেরা নাকি পাহাড়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আর কিছু বলার সুযোগ পাননি ভদ্রলোক। কোথথেকে তার ঘাড়ে এসে বিদ্ধ হলো একটি তীরের ফলা। পরক্ষণেই তিনি নিজেও অজ্ঞান। এরপর বাবা তার দুজন লোক ও পুলিশ নিয়ে আমাকে ঘেড়াও করলেন। এরপর তো আমি এখানে। জহিরের আর ওদের সবার কি হলো কি জানি!'

'কি বলছো!' মুখে হাত দিলেন অনিকা বেগম। 'এতসব ঘটে গেল? '

'তা নয় তো বলছি কি? আচ্ছা, তুমি কি জহিরের কোন খবর বলতে পারবে?'

'দাঁড়াও, গতকাল রাতে তোমার বাবা যখন তোমাকে নিয়ে ফিরেন তখন তাকে ব্যস্তভাবে ফোন রিসিভ করতে দেখেছি। তার কথা শুনে যতটুকু বুঝতে পেরেছি তা থেকে অনুমান করতে পারি, না...না মনেই হয় তোমার বাবা জহিরকে জেলে পুড়েছেন!'

আর কিছু বলতে হলো না ম্যাডামকে।

বেহুশ হয়ে বিছানায় কাত হয়ে পড়ে গেল নিপা।

www.pathagar.com

তড়িগড়ি করে ওর কপাল ও নার্ভ মাপলেন আনিকা বেগম।

'যাব্বাহ! আবার অজ্ঞান হলো!' আক্কেল গুড়ুম হল উনার। তিনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তার চোখের সামনে হচ্ছেটা কি। এই জহিরের সঙ্গেই তো ঘটা করে বিয়ে দিলেন রশিদ সাহেব নিপাকে। সানাই বাজিয়ে ওদের হানিমুনেও পাঠিয়েছিলেন। জহিরের মা সায়মা খাতুনের অবশ্য এ বিয়েতে মত ছিল না। তার ঘোষণা মতে এ বিয়ে হওয়া আজন্মেও সম্ভব নয়। কেন সেটা জানার বিন্দুমাত্রও প্রয়োজন কেউ মনে করেনি। তাহলে বাংলা বস্তাপচা সিনেমার কাহিনীই হয়ত হয়ে যেত পুরো ব্যাপারটা। তাই মেয়র সাহেব সায়মা খাতুনের বিদেশ সফরের সুযোগ নিয়ে শুধুমাত্র জহির ও নিপার আব্দার মেনে নিতেই ওদের ইচ্ছেনুযায়ী ওদের বিয়েটা সেরে ফেলেন। কিন্তু এখন কি এমন ঘটল যে মেয়র সাহেব নিজেও সায়মা খাতুনের ভূমিকা নিলেন? বিবাহীত দম্পতিদের আলাদা করতে চাইছেন কেন তিনি। আর এভাবে কৌশলে নিপাকে হানিমুন থেকে নিয়ে আসার কারণটাই বা কি? কিছুই ভেবে পেলেন না মিসেস আনিকা বেগম। হাল ছেড়ে দিলেন। বয়সে তিনি মেয়র সাহেবের অনেক বড়। সেই কবে থেকে আছেন এখানে। একটা স্কুলে শিক্ষকতা করে পোষাচ্ছিলো না। স্বামী মারা গিয়েছিলেন বিয়ের ক'বছর পরপরই। এক মেয়েকে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ পাঠিয়ে চরম ভুলটা করে বসেছিলেন। টাকার যোগান দিতে গেলে না খেয়ে মরতে হবে। একই স্কুলে নিপা উনার ছাত্রী ছিলো। ক্লাস এইটে পড়ত ও তখন। একদিন তিনি কমনরুমে বসে নিজের দৈন্যতার কথা সহসঙ্গীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন। ব্যাপারটা নিপা শুনে ফেলে। হয়ত ওরই উসিলায় ম্যাডাম আজ ওদের বাসায় এবং মাসিক বেতন বাবদ পনেরো হাজার টাকা আয় করতে পারছেন। বিনিময়ে মেয়েটারও গতি হয়েছে। ম্যাডাম ঠিক করেছেন মেয়ে দেশে ফিরলে তিনি ঘরে ঘরজামাই তুলবেন। মেয়ে জানে তিনি এখনও শিক্ষকতা পেশাতেই আছেন।

নিপাকে ম্যাডাম তার মেয়ের মতই দেখেন। সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত তার ডিউটি। তারপর নিজের ভাড়া করা ফ্ল্যাটে চলে আসেন। নিতান্তই নিতে হয় বলেই বেতন নেন। কিন্তু নিপার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটা রক্তের সম্পর্ক ছাড়িয়ে যায়।

বিছানার পাশে রাখা ফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন ম্যাডাম, 'হ্যালো ডা. আহমেদ, নিপা আবার তো অজ্ঞান হয়ে গেল! প্লীজ একটু দেখে যান ব্যাপারটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে।' বলে খটাশ্ করে রিসিভার রাখলেন তিনি। ডাক্তার আহমেদ আসছেন রোগী দেখতে।

মি. আদিনাথ ঘোষ প্রথম যখন পিট্‌পট্ করে তাকান তখনও তিনি পুরোপুরি সুস্থ নন। কিন্তু পরে, আস্তে-ধীরে তিনি আবিস্কার করেন যে তিনি একটি ক্লিনিকের এয়ারকন্ডিশোন কেবিনে শায়িত। পুরো বিষয় মনে করতে তার সময় লেগেছিলো মাত্র দুমিনিট। কিন্তু এই দুটি মিনিটও তার মস্তিস্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করছিলো। তিনি ভাবছিলেন, তিনি বর্তমানে এখানে কি করে এলেন। ক'ঘন্টা কিংবা কত দিন ধরে তিনি এখানে? এবং সবশেষে অর্থাৎ দু'মিনিট পর তিনি মনে করেন ঔই রাতের কথা। তিনি জহিরের পকেটে চিঠি ও চেক পুরে দিয়ে সৈকত ধরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো ঔই রাতেই চট্টগ্রাম এয়ারপোর্ট থেকে আকাশে উড়াল দিবেন। কিন্তু কেন জানি তার মনে হলো কটেজে একা রয়ে যাওয়া মেয়েটার কোন বিপদ হবে না তো? তিনি তার স্ত্রীকে হারিয়ে কি অবস্থায় আছেন তা...জহির নামের সুন্দর ছেলেটারও সেরকম কিছু হোক কল্পনাও করা যাচ্ছে না। তাই

www.pathagar.com

নিতান্তই বিবেকের তাগিদে মি. ঘোষ ছুটে যান কটেজে। এরপরের কিছুই মনে নেই তার। স্রেফ এতটুকুই বুঝতে পারছেন যে তিনি মেয়েটিকে সতর্ক করে দেয়ার সুযোগটুকু মাত্র পেয়েছিলেন। এরপর... ফুঃ! সব ঘোলাটে, ঝাপসা ঝাপসা।

এখন মি. ঘোষ সম্পূর্ণ সুস্থ।

তিনি বুঝতে পারছেন না তিনি এখানে কি করে, কারা তাকে নিয়ে এসেছে। কিছুই বুঝতে পারছেন না। তার সেশনের নার্সকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেরেছেন তিনি কক্সবাজারেই আছেন। সেই নার্স এবার কর্ডলেস হাতে কেবিনে ঢুকল। বলল, 'আপনার ফোন।'

কর্ডলেসটা হাতে নিয়ে কানে ঠেকালেন ভদ্রলোক।

'হ্যালো ...'

'নমস্কার জনাব, আমি আপনার বর্তমান অবস্থার জন্য আন্তরিক রকম দুঃখ প্রকাশ করছি।'

'কে বলছেন প্লীজ ...'

'আপনি ভাল আছেন জেনে খুশি হয়েছি।'

'কিন্তু ...'

'দয়া করে ব্যাপারটা ভুলে যাবেন। নিতান্ত বাধ্য হয়েই আপনাকে সামান্য অনৈতিক কাজে বাধ্য করেছি।'

'দেখুন মশাই...'

'বিস্তারিত আপনি কটেজের বাসিন্দাদের কাছেই জানতে পারবেন। পুরো ব্যাপারটা সামান্য দুর্ঘটনা ছাড়া কিছুই নয়। আপনার শুভ কামনার রইল ...'

ওপাশে খুট করে শব্দ হলো। লাইন কেটে গিয়েছে।

বিস্মিত হয়ে কিছুক্ষণ কর্ডলেসটার দিকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকলেন মি. ঘোষ।

'এক্সকিউসমী স্যার!' নার্সের ডাকে সংবিৎ ফিরে পেয়ে কর্ডলেসটা ফিরিয়ে দিলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন কারা আমাকে এখানে ভর্তি করেছেন?'

'কেন নয় ? শেঠ পরিবার।'

'ঔই কটেজের বাসিন্দা?'

'জ্বী।'

'এক নামেই ওদের সবাই চেনে নাকি?'

'সেরকমই বলতে পারেন। আজ আসবেন উনারা আপনাকে পীক-আপ করতে।'

'ক'দিন হলো?'

'কই, পাঁচ ছয়দিন আগে আপনাকে ভর্তি করা হয়েছিলো।'

'ধন্যবাদ !'

চলে গেল নার্স। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারলেন না মি. ঘোষ, কি করা উচিত তার বুঝতে পারছেন না সেটাও। একটু আগের ফোন কলটাই এজন্য দায়ী। কি জটিল ব্যাপার রে বাবা !

পানিতে ডুব দেয়া হল, ভুস্ করে ভেসে ওঠাও হল। কিন্তু তীরের নাগাল পাচ্ছেন না কেন ? সবকিছুই আজব রহস্যময় লাগছে। তবে আশা করা যায় শেঠ দম্পতি তার সমস্ত কৌতুহলের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবেন। দেখা যাক জটিলতা কিভাবে দূর হয়।

একটু অপেক্ষার পালামাত্র।শেঠ দম্পতি নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন?

www.pathagar.com

এই সময় নার্স এসে খবর দিয়ে গেল শেঠ দম্পত্তি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন।

মি. আদিনাথ ঘোষ নড়েচড়ে বসলেন।

না, জহিরদের জেলে পুড়া হয়নি। ওদের কোন ক্ষতিও করেননি রশিদ সাহেব। তিনি জানতেন যদি তিনি সরাসরি জহিরের কাছ থেকে নিপাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেন তাহলে তীব্ররকম একটা গোলমাল পেকে যেতো। হয়ত মেয়েকে আর ফিরেই পেতেন না কোন দিন।

তিনি একজন মেয়র, শহরের কর্ণধার।

শহরের তাবত মানুষ তার সততা ও নিস্পৃহতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখে। দেশের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি মাত্র অল্প ক দিনে আন্ডারওয়ার্ল্ড কিংবা অপরাধ জগতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন। তাকে দেশের সরকার থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সমীহ করে চলতে বাধ্য। তার সম্পদের পরিমাণ এতই বিপুল যে অনেকের ধারণা তিনি ইচ্ছে করলে দেশের মানচিত্র কিনে নেয়ার সামর্থ্য রাখেন। মেয়র হিসেবে সরকার থেকে একটি পয়সাও গ্রহণ করেন না তিনি। যদিও তা বাধ্যতামূলক কিন্তু শুধুমাত্র তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। নিজ যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার বদৌলতে তিনি আজ মেয়র। আইন না মানলেই নয় বলে তিনি মেয়র পদ গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন বলা যায়, তবে মেয়র হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য কিংবা লক্ষ্য যাই বলা হোক না কেন সেটা হচ্ছে তিনি চেয়েছেন এই ক্ষমতাটুকুকে ব্যবহার করে তিনি। নিজের বিশাল সম্পদের স্বদব্যবহার মাটি ও মানুষের স্বার্থে ব্যয় করতে। এবং তাই করছেন তিনি। ইচ্ছে করলেই তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। এজন্য তার জনপ্রিয়তাটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু তিনি প্রধান হতে চান না কোন ক্ষেত্রেই, তিনি চান যেকোন মূল্যেই হোক না কেন-১৯৭১ সালের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে। এবং সেই মাফিক সুন্দর দেশ গড়তে। স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রীও তার পরামর্শ ছাড়া দেশের কোন প্রজেক্টে হাত দিতে ভরসা পান না।

প্রথম প্রথম জহির ও নিপার ব্যাপারটা নিতান্তই কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীর প্রনয়ঘটিত সমস্যা ভেবে তিনি ওদের বিয়ে দিয়ে সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। রশিদ সাহেব প্রচন্ড ধর্মভীরু, তাই তিনি চাননি কোন অপবিত্রতা তার মেয়েকে স্পর্শ করুক। বলা যায় ওদের ছেলে মানুষীর প্রতি অনেকটা ভয় পেয়েই তিনি মেয়েকে জহিরের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। জহিরের মায়ের অমত ছিল ঠিকই। কিন্তু তিনি ঠিক করেছিলেন মহিলাকে পরে একসময় বুঝিয়ে-শুনিয়ে পরিস্তিতিটা স্বাভাবিক করে ফেলবেন। তাই ভদ্রমহিলা যখন ব্যবসায়িক কাজে বিদেশে গেলেন সেই সময় সুযোগেই রশিদ সাহেব বিয়ের ব্যাপারটা সেরে ফেললেন। এবং বিয়ের পরের দিনই তিনি চেয়েছিলেন সায়মা খাতুনকে ইনফর্ম করে দেশে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু জহির বাধা দেয়ায় সেটা করেননি তিনি। পরে ওরা যখন হানিমুনে গেল তখুনী তিনি চাইলেন ফোনে সায়মা খাতুনকে ব্যাপারটা না জানালেই নয়। কিন্তু তিনি ফোন করার আগেই স্বয়ং সায়মা খাতুনই তাকে ফোন করে বসলেন। সরাসরি তার প্রাইভেট নম্বারে। ভীষণ অবাক হয়ে যখন মেয়র সাহেব ফোন কলটা রিসিভ করলেন তখন ওপাশ থেকে ভেসে এল উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

'হ্যাঁ... হ্যালো মি. শিকদার-' ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর সায়মা খাতুনের।

'আরে, আমিতো আপনাকেই ফোন করতে যাচ্ছিলাম...!'

'দেখুন, সময় বেশী নেই। যা শুনেছি সেটা কি সত্যি? আপনি নিপার সাথে জহিরের বিয়ে দিয়ে ফেলেছেন?'

www.pathagar.com

'জ্বী...হ্যাঁ-মানে ...'

'সর্বনাশ করে ফেলেছেন আপনি! ওরা কোথায়?'

'আপনি এসব কি বলছেন আমিতো কিছুই ...'

'আমি বেশিক্ষন লাইনে থাকতে পারব না, আপনাকে দ্রুত কিছু কথা বলতে চাই। মন দিয়ে শুনুন-আমাকে এমন কিছু লোক ব্ল্যাকমেইল করছে যারা আপনার ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। নিপাকে সেভ করার ব্যবস্থা করুন...' এরপর সায়মা খাতুন এমন সব ব্যাপার বলে গেলেন যে মেয়র সাহেব তাৎক্ষনিকভাবে একটি পরিকল্পনা আটতে বাধ্য হোন। যার ফলশ্রুতিতে নিপা এখন সুস্থ শরীরে নিরাপদে নিজের বাসায় অবস্থান করছে। এবং মেয়র সাহেব এখন হাড়ে হাড়ে ঠের পাচ্ছেন সায়মা খাতুন কেন জহির আর নিপার বিয়েতে অসম্মতি জানিয়েছিলেন।

সায়মা খাতুন ফোন রাখার আগে যে কথাটি বলেছিলেন তা এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে শিকদার সাহেবের কানে। যথেষ্ট সময়ের অভাবে সবটুকু বলতে না পারলেও যা বলেছেন তিনি তাতেই শিকদার সাহেবের পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে ধারণা এসে গিয়েছে। তাই তিনি নিজের লোকদের কাজে লাগিয়ে জহিরদের অজ্ঞান করিয়ে নিপাকে তুলে এনেছেন যাতে তার শত্রুরা, যারা তার ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তারা ভাববে, শিকদার সাহেবের প্রতি ক্ষুব্ধ অন্য কোন দল তার মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে। বিষয়টা সত্যি করে তোলার জন্য, বলা উচিত মূলতঃ শত্রুদের চোখে ধোঁকা দেয়ার জন্যই শিকদার সাহেব পত্রপত্রিকায় নিজের মেয়ের নিখোঁজ সংবাদ প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন পাশাপাশি বিদেশে অবস্থানরত তার নিজস্ব এজেন্টদের নির্দেশ দিয়ে সায়মা খাতুনের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করেছেন তিনি। কিন্তু তার কানে সায়মা খাতুনের বলা কথাটা বারবারই ধ্বনিত হচ্ছে।

ফোন রাখার আগে সায়মা খাতুন বলেছিলেন, 'জনাব শিকদার সাহেব,জহির আসলে আমার সন্তান নয়!'

একদল লোক জহিরকে হন্য হয়ে খুঁজছে। শুধু খুঁজলেই ভাল হত। কিন্তু লোকগুলো জহিরকে দেখামাত্রই গুলি করে স্রেফ খুন করবে। অন্তত জহিরের সেটাই ধারণা। কারণ, সে সম্পূর্ণ বিনা অনুমতিতে রশিদ শিকদারের প্রাইভেট এরিয়ায় ঢুকে পড়েছে। আর শহরের একটি কীটপতঙ্গেরও অজানা নেই যে রশিদ শিকদারের এলাকায় সনেদহজনক ভাবে অনুপ্রবেশের পরিনাম হচ্ছে মৃত্যু। কিন্তু এই মুহূর্তে জহিরকে অনুপ্রবেশের দায়ে নয় বরং একজন কুখ্যাত সন্ত্রাসকে পাকড়াও করার জন্য চারিদিকে ছুটোছুটি করছে শিকদার সাহেবের স্পেশাল ফোর্সের লোকজন। ওদের প্রত্যেকের হাতের সিক্সগানের নলগুলো স্রেফ জহিরকে খুঁজছে। আর জহির এখন এলাকার একমাত্র লেকে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। প্রয়োজনের খাতিরে ওকে ডুব দিতে হচ্ছে পুরোপুরি। ও জানে, বেশীক্ষণ ও এখানে ঠিকে থাকতে পারবে না। যে কোন মূহূর্তে শিকদার সাহেবের লোকজন তাকে পাকড়াও করে ফেলবে।

লেকের পাড়ে একজন উন্মুক্ত অস্ত্রহাতে ওকে খোঁজে বেড়াচ্ছে। এদিকটায় চলে এলে অনায়াসে ওকে ধরে ফেলবে লোকটা। আশার মধ্যে এতটুকু নিশ্চয়তা যে, জহির যে জায়গায় ডুব মেরে আছে এখানটায় লেকপোস্টের আলো পৌঁছাচ্ছে না। তাছাড়া অমাবশ্যার রাত হওয়ায় ঘুটঘুটে অন্ধকারও অনেক উপকার করছে। জহির লক্ষ্য করল লেকের পাড় থেকে লোকটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে।

ঠিক তখুনী!

বিদ্যুৎ ঝলকের মতনই বলা যায়!

জহিরের মনে আলোড়ন সৃষ্টি হলো।

www.pathagar.com

আরে, আরে!

ঠিক হুবহু এমনই ঘটনা আগেও একবার জহিরের জীবনে ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না?

কিন্তু কবে, কখন, কোথায়?

অতীতের ডায়রী ঘাটতে লাগল জহিরের মস্তিস্ক।

ধুকপুক ধুকপুক করছে বুকটা।

হঠাৎই জহিরের মনে পড়ে গেল কলেজ ক্যাম্পাসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প জমিয়ে ফেলার ব্যাপারটা। ও প্রতিদিন রাতে স্বপ্ন দেখে পরের দিন কলেজে এসে সেইসব রোমাঞ্চকর স্বপ্নের বর্ণনা দিত। আর আজকের এই ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এমন একটা হুবহু স্বপ্নও সে দেখেছিলো ঔই সময়! তাহলে কি...

গাঁটা শিউরে উঠল জহিরের!

স্বপ্নের ঔই ঘটনার সাথে পুরো ব্যাপারটার অলৌকিক এক সমন্বয় ঘটেছে। মিলে যাচ্ছে সবকিছু একদম। ব্যতিক্রম স্রেফ এতটুকুই যে স্বপ্নে সে একটা মেয়ের গাড়িতে করে এই এরিয়ায় ঢুকে পড়েছিলো কিন্তু এখানে সে ঢুকেছে গ্রেফতারকৃত আসামী হিসেবে। ওকে আর ওর দলবলকে গ্রেফতার করে মেয়র সাহেবের প্রিজন সেলে এনে পুড়া হয়েছিলো। লিপি, জামিলা, হাসনাত, আরিফসহ অন্যান্য সবাই অর্থাৎ যারা কক্সবাজারে গিয়েছিলো শুধু নিপা ছাড়া ওরা প্রত্যেকেই ছিল কুখ্যাত এক সন্ত্রাসী গ্যাং-এর সদস্য। দীর্ঘ দু'বছর ওরা নিপার কলেজে ঢুকে নিপার সঙ্গে ভাব জমিয়ে এবং অবশেষে প্রেমট্রেম করে নিপার বাবা পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলো। ওদের সর্বশেষ ইচ্ছে ছিলো নিপার বাবার জায়েগা দখল করা। ছলেবলে কৌশলে, যা সচরাচর বাংলা সিনেমায় দেখা যায়। এজন্য ওরা শহরের আরেক সুপরিচিত ব্যবসায়ীর দূর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ছিলো। অর্থাৎ মিসেস সায়মা খাতুনের আসল ছেলেকে অপহরণ করে তার জায়গায় জহিরকে বসিয়ে দেয়া হয়। ছেলের কথা ভেবে সায়মা খাতুনও ওদের ষড়যন্ত্রের স্বীকার হোন।

কিন্তু ওদের এতদিনের সাধনা আর মাস্টার প্ল্যানটা নিমিষেই ভেঙেচুরে ঘুড়িয়ে গেল। সামান্য একটা ভুলের জন্য। ওদের পুরো গ্যাং এখন মেয়রের কব্জায়।

ঘটনাচক্রে স্রেফ জহির পালানোর একটা সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু জহির জানে ঔই অপার্থিব স্বপ্নটা ওর জীবনে ঘটতে যাচ্ছে। এরমানে স্বপ্নটা ঠিকমত এগোতে থাকলে ওকে গুলি খেয়ে মরতে হবে!

না, না! কুকুরের মতন মৃত্যু জহিরের কাম্য নয়।

আর্তসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার ওপর দু'হাত তুলে লেক থেকে উঠে এলো জহির। এমনিতেই ও মারা যেত, তারচেয়ে বেঁচে থাকার শেষ প্রচেষ্ঠাটুকু করা যাক।

জহির যখন লেকের পাড়ে উঠে এলো তখনই আকাশ-পাতাল কাঁপিয়ে প্রচন্ড একটা গুলির শব্দ ভেসে এল এবং...

শিকদার সাহেবের এজেন্টরা কিছুতেই সায়মা খাতুনকে বাঁচাতে সক্ষম হলো না। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরেই তাকে গাড়িযুদ্ধ বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হলো।

ফুঁসে উঠলেন মেয়র রশিদ শিকদার সাহেব।

সারাদেশ তোলপাড় করে অ্যান্টিটেররীস্ট গ্রুপ অব কন্সেস এর গডকিলার হীরা মজুমদার ওরফে জহিরকে তার দলবলসহ পাকড়াও করা হলো। নিপার নিখোঁজ সংবাদ প্রচারের আর প্রয়োজন বোধ করলেন না মেয়র সাহেব। উল্টো অ্যান্টিটেররীস্ট গ্রুপ অব কন্সেস গ্রেফতার হওয়ায় দেশে আনন্দের জোয়ার বইল,

www.pathagar.com

আলোড়ন তুলল ঘটনাটা। হৈচৈ পড়ে গেল দেশব্যাপি। সংবাদ আর সাংবাদিকের ভীড়ে অতিষ্ট হলে উঠল নেতাদের জীবন। কিন্তু মেয়র সাহেবকে ঘাটানোর সাহস হলো না কারো।

অ্যান্টিটেররীস্ট গ্রুপের সবার ফাঁসি কার্যকর করা হলো। শুধু একজন বাদে। হীরা মজুমদার ওরফে জহির। গতরাতে পালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্ঠা করতে গিয়ে গুলি খেয়ে প্রচন্ড রকম আহত হয়ে সেন্ট্রাল হসপিটালে আছে সে। ফাঁসির চেয়ে এভাবেই মৃত্যু তাকে গ্রহণ করলে গুডলাকই বলতে হবে।

পত্রপত্রিকার বদৌলতে দেশের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে নিপারও পুরো ব্যাপারটা অজানা রইল না। কিন্তু চোখের জল কিংবা মানসিক ধাক্কা কোনকিছুই বিন্দুমাত্রও স্পর্শ করল না নিপাকে। ও ওর বাবাকে বলল, 'বাবা, আমি শেষবারের মত জহিরের সাথে একটু কথা বলতে চাই !'

এ'কয়দিন দেশে যা ঘটেছে সব পত্রিকায় প্রতিনিয়ত ছাপা হচ্ছে। কিন্তু একটি হেডলাইন প্রতিদিনের পত্রিকায় শুধুমাত্র বিভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছেঃ

'সিলেটের মেয়রকে হত্যার মাস্টার প্ল্যান ব্যর্থঃ
দাগী আসামীদের ফাঁসির হুকুম কার্যকর।'

চিংমাই শেঠ-এর মুখে সব শুনে এবং পত্রিকা পড়ে জানার যা ছিল সবই পরিস্কার হয়ে গেলো আদিনাথ ঘোষের। সমস্ত ঘটনায় ভীষণ প্রভাবিত হলেন তিনি। এবং তখুনী তিনি ঠিক করে ফেললেন একটা উপন্যাস তিনি লিখবেন এবার, যা তার পরবর্তী এডিশন হয়ে ছাপবে বই আকারে।

কিন্তু সবই ঠিক আছে, শুধু তার এতটুকু জানা নেই যে জহির তার নিপা মেয়েটার কি হবে। জহির অপরাধ জগতের বাসিন্দা। মৃত্যু তার হবেই। কিন্তু তারই ঔরষজাত সন্তান নিপার গর্ভে। সেকি জগতের আলো দেখবে ? তাছাড়া নিপার মত অল্প বয়স্ক মেয়েটা কি জাগতিক প্রেমটাই মেনে নিয়ে একজনের বিধবা হয়েই রবে নাকি নতুন দিনের স্বপ্ন দেখবে ? জবাবটা জানা নেই মি. আদিনাথ ঘোষের। তবে তিনি তার ভাষায় বিষয়টা গুছিয়ে নেবেন হয়ত। কিন্তু আসল সত্যটা কি ?

কেবিনের বাইরে পায়ের আওয়াজ উঠল। পুলিশের লোক।

'হীরা মজুমদারের পরিত্যক্ত শার্টের পকেটে আপনার লেখা একটা চিঠি পাওয়া গিয়েছে। প্লীজ, আমাদের সঙ্গে আপনাকে একটু আসতে হবে...।'

উঠে দাঁড়ালেন আদিনাথ ঘোষ। কিছুই বলতে হবে না তাকে।

- o -

www.pathagar.com

রোমাঞ্চ গল্প সংকলন

অলৌকিক প্রহর

নাফে মোহাম্মদ এনাম

মোনালিসার হাসি, ভূতুড়ে জনপদ, প্রেত-মৃত্যু, পাঁচ নম্বর কফিন, প্রতিকৃতি এবং অলৌকিক প্রহর।
এই ছয়টি রোমাঞ্চ গল্প নিয়ে নাফে মোহাম্মদ এনাম-এর প্রথম বই অলৌকিক প্রহর। আদিভৌতিক, অতিপ্রাকৃত, অপার্থিব সব রচনা। শুধুমাত্র রোমাঞ্চপ্রিয় পাঠকদের জন্য....

মূল্য: ত্রিশ টাকা।

যাচাই করতে পাশের লাইব্রেরীতে ঢুঁ মারুন!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Gighangsa

(The malice)

A novel by Nafee Muhammad Anam

Price : TK 35 only
: USA 5$
: UK 4£